



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ



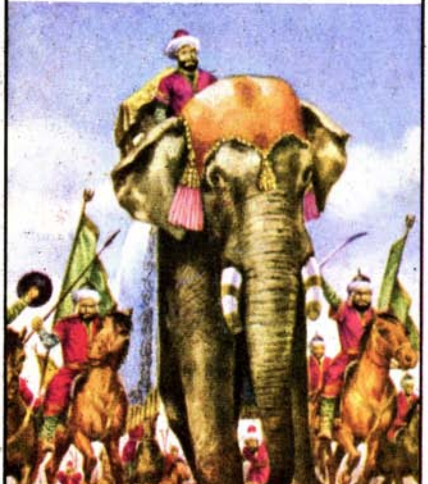


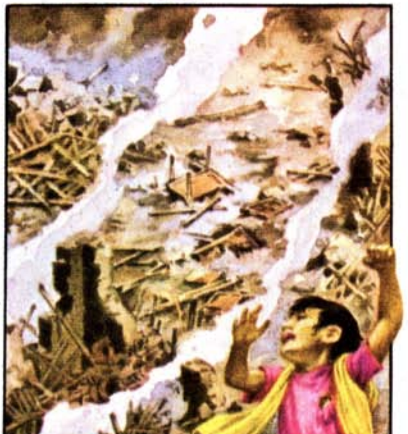
শিবাজির বাবা শাহজি ছিলেন
বিজাপুরের একজন মনসবদার।
বিজাপুর দরবারেই তাঁকে থাকতে হত।
সুলতানের হুকুমে দলবল নিয়ে
এখানে-সেখানে যুদ্ধ করতে যেতে হত।

পুনা ছিল শাহজির খাস জায়গির। কিন্তু
সেখানে তাঁর যাওয়া হত কম।
তাই, পিতৃশাসনের বাইরে
ছেলে তাঁর স্বাধীনভাবেই মানুষ
হয়ে উঠেছিল



শিবাজিকে শায়েস্তা করার জন্যে
সেনাপতি লিয়াকত খাঁর নেতৃত্বে
সাত হাজার সৈন্য পাঠালেন
বিজাপুরের সুলতান···





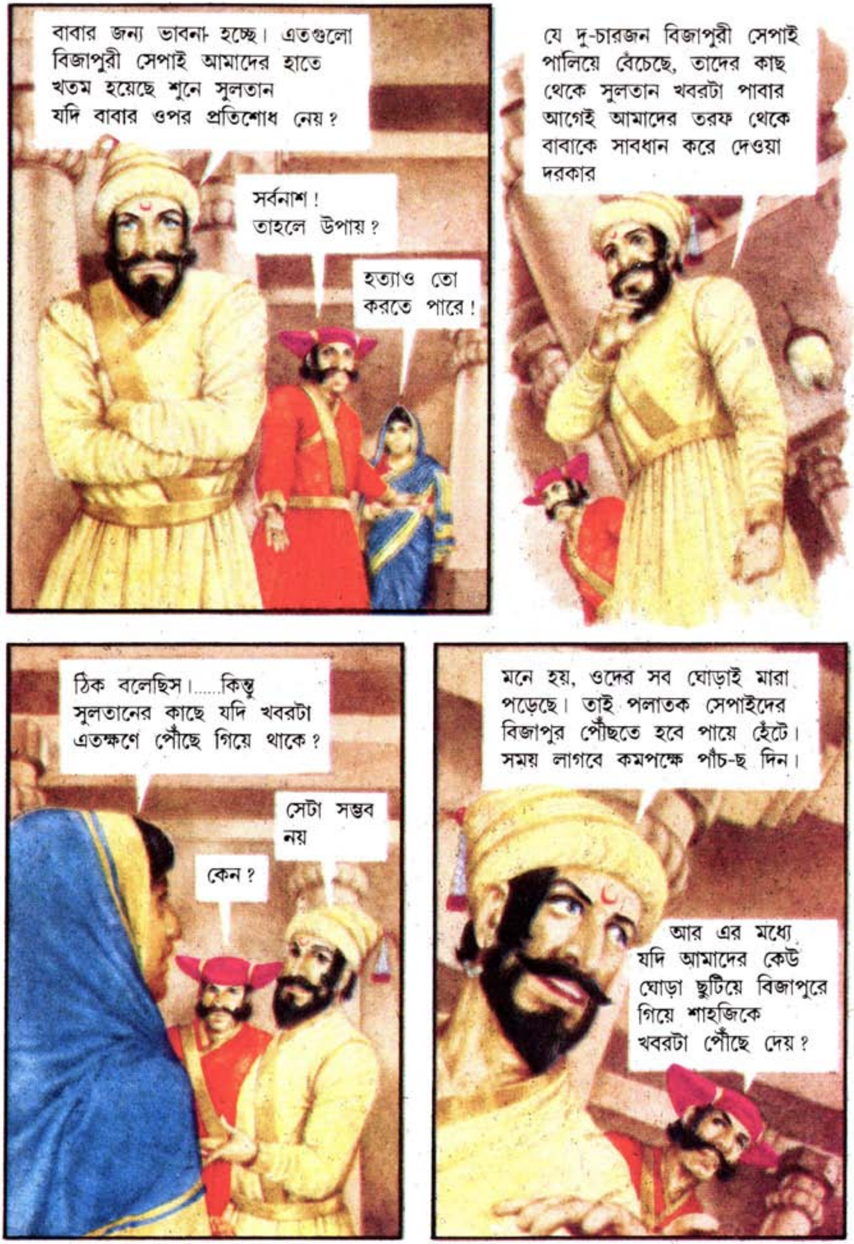
সদাশিবের বুদ্ধিবলে
এদের কী দশা
হয়েছিল—তা আমরা
সবাই জানি।

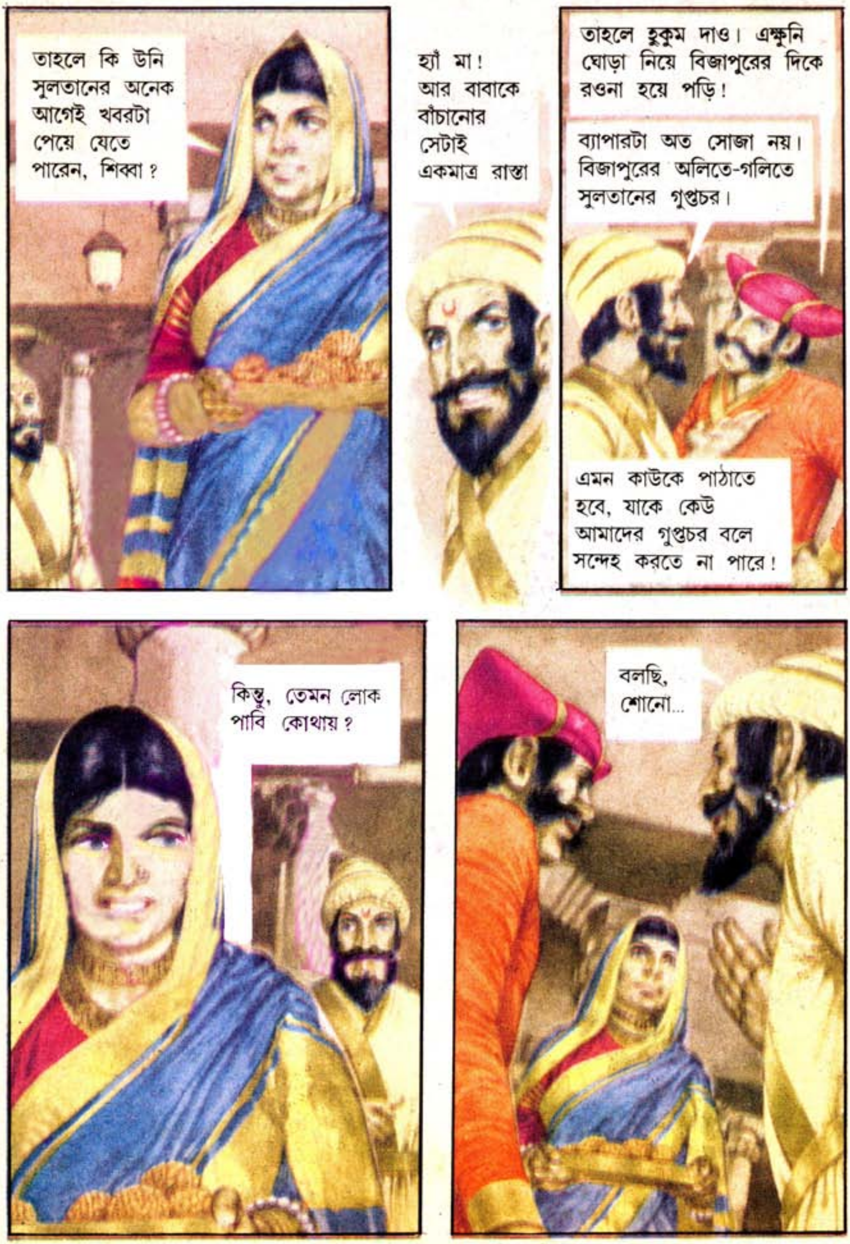

কিন্তু এরও কদিন আগে বিজাপুরের দরবারে যে-ঘটনাটা ঘটেছিল—সেটা এবার বলা দরকার।
মনসবদার শাহজি ভোঁসলে! কেন তোমাকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে জানো?
আজ্ঞে না হজরত
এদিকে তুমি আমার নুন খাচ্ছ,—আর ওদিকে তোমার ছেলে আমার দুর্গ কেড়ে নিচ্ছে। —ব্যাপারটা কী!
দুঃখের কথা কী বলব হুজুর, ছেলে আমার বড় বেয়াড়া। অবাধ্য বলে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি। আমার শাসন মানে না। হুজুর চাইলে তাকে যা খুশি সাজা দিতে পারেন।
মুখে বললুম বটে, কিন্তু মনের কথা একমাত্র মা ভবানীই জানেন…
যদি বলি, তোমাকেই যেতে হবে তোমার ছেলের বিরুদ্ধে লড়তে?
খোদাবন্দের আদেশ শিরোধার্য।

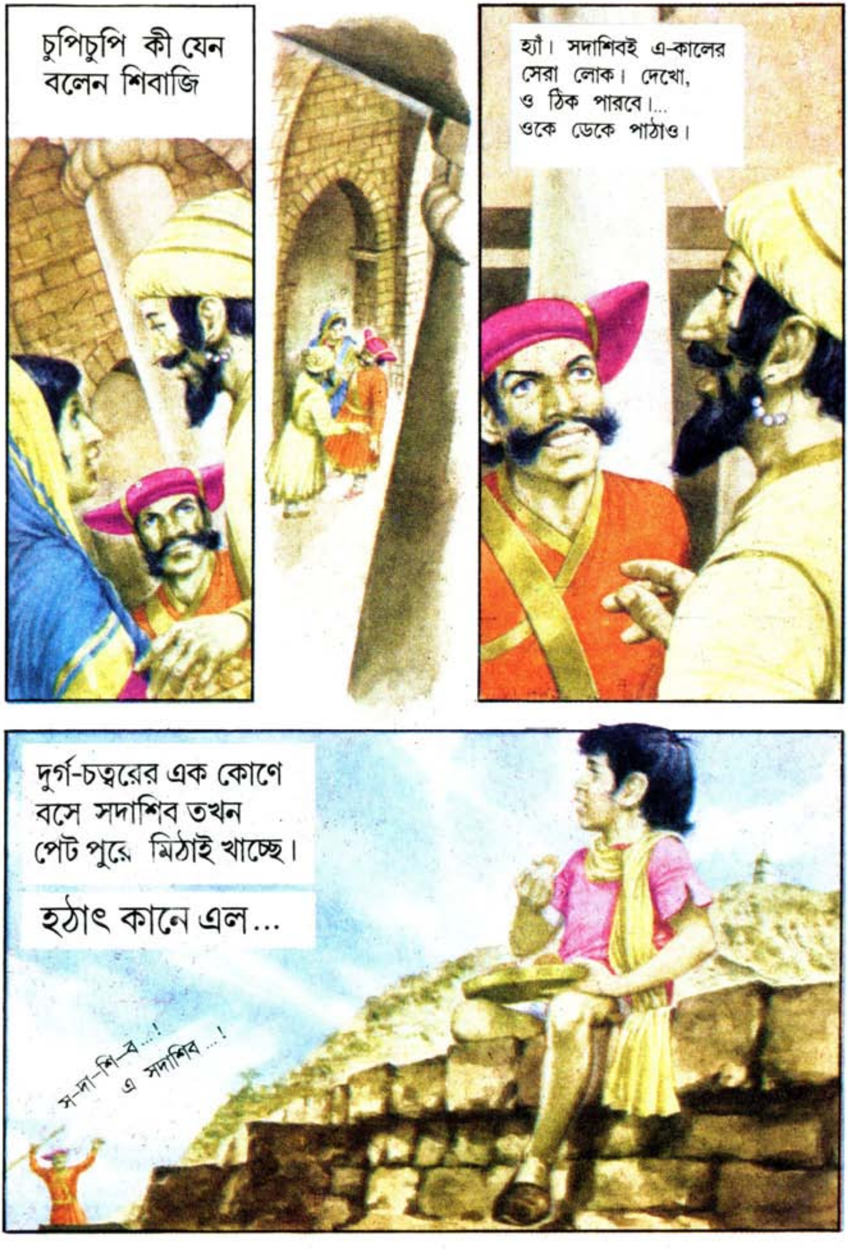

আমাকে অত বেকুব পাওনি! তোমাকে পাঠাই আর তুমি দলবল নিয়ে ছেলের সঙ্গে ভিড়ে যাও আর কি!
ঠিক আছে। তোমার ছেলের শাসন আমিই করব—তুমি যাও, সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ-কে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে পাঠাচ্ছি, তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দাও।
জো হুকুম!
জিঞ্জি দুর্গ বিজাপুরের দক্ষিণে,—পুনা থেকে প্রায় তিনশো ক্রোশ দূর। সুলতানের হুকুমে শাহজি জিঞ্জি চলে গেলেন।
সুলতান এবার ডেকে পাঠালেন সেনাপতি লিয়াকত খাঁ-কে
এক্ষুনি সৈন্য নিয়ে তোমরা দুর্গের দিকে এগিয়ে যাও। শিবাজির স্পর্ধাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া চাই-ই!
ভাববেন না খোদাবন্দ। এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।


সাত হাজার সৈন্য নিয়ে তোর্নার দিকে যাত্রা করলেন সেনাপতি লিয়াকত খাঁ
ঘেরাও করলেন তোর্না দুর্গ।
কিন্তু বারুদের পিপেয় আগুন লাগিয়েই সদাশিব তাদের কী হাল করেছিল—সে গল্প এখন সবারই জানা।
এদিকে, তোর্না দুর্গে তখন খুশির জোয়ার...


কেউ আনন্দে লাফাচ্ছে,
কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে...
জিতা রহো বেটা !
শাবাশ সদাশিব !
সদাশিবকে কাঁধে চড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচছে জীব মহলা
মা জিজাবাই মিঠাই বিলোচ্ছেন সবাইকে...
কিন্তু, এরই মধ্যে, শিবাজি কেমন যেন অন্যমনস্ক।
তাঁর কপালে চিন্তার রেখা...
কী হয়েছে শিব্বারাও ?


বাবার জন্য ভাবনা হচ্ছে। এতগুলো বিজাপুরী সেপাই আমাদের হাতে খতম হয়েছে শুনে সুলতান যদি বাবার ওপর প্রতিশোধ নেয়?
সর্বনাশ! তাহলে উপায়?
হত্যাও তো করতে পারে!
যে দু-চারজন বিজাপুরী সেপাই পালিয়ে বেঁচেছে, তাদের কাছ থেকে সুলতান খবরটা পাবার আগেই আমাদের তরফ থেকে বাবাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার
ঠিক বলেছিস।......কিন্তু সুলতানের কাছে যদি খবরটা এতক্ষণে পৌঁছে গিয়ে থাকে?
সেটা সম্ভব নয়
কেন?
মনে হয়, ওদের সব ঘোড়াই মারা পড়েছে। তাই পলাতক সেপাইদের বিজাপুর পৌঁছতে হবে পায়ে হেঁটে। সময় লাগবে কমপক্ষে পাঁচ-ছ দিন।
আর এর মধ্যে যদি আমাদের কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে বিজাপুরে গিয়ে শাহজিকে খবরটা পৌঁছে দেয়?


তাহলে কি উনি সুলতানের অনেক আগেই খবরটা পেয়ে যেতে পারেন, শিব্বা ?
হ্যাঁ মা! আর বাবাকে বাঁচানোর সেটাই একমাত্র রাস্তা
তাহলে হুকুম দাও। এক্ষুনি ঘোড়া নিয়ে বিজাপুরের দিকে রওনা হয়ে পড়ি!
ব্যাপারটা অত সোজা নয়। বিজাপুরের অলিতে-গলিতে সুলতানের গুপ্তচর।
এমন কাউকে পাঠাতে হবে, যাকে কেউ আমাদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতে না পারে!
কিন্তু, তেমন লোক পাবি কোথায় ?
বলছি, শোনো...


চুপিচুপি কী যেন বলেন শিবাজি
হ্যাঁ। সদাশিবই এ-কালের সেরা লোক। দেখো, ও ঠিক পারবে।... ওকে ডেকে পাঠাও।
দুর্গ-চত্বরের এক কোণে বসে সদাশিব তখন পেট পুরে মিঠাই খাচ্ছে।
হঠাৎ কানে এল...
স-দা-শি-ব...!
এ সদাশিব ...!


জলদি এস। শিব্বারাও ডাকছেন।
শিব্বারাও! ...কেন?
কিছুক্ষণ পরে, নিজের মন্ত্রণাকক্ষে...
কী? যা যা বললুম ঠিকমতো সব করে আসতে পারবে তো?
আলবাত!... এক্ষুনি আমার ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি
উঁহু। তোর ঘোড়া পারবে না। রাস্তায় অনেক নদী পার হতে হবে। তোর ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারবে না। টুপ করে ডুবে যাবি!
তাহলে!
আয় আমার সঙ্গে


ঐ যে ঘোড়াটা—ওর নাম হল সিন্ধুঘোটক। তিন মণ বোঝা ঘাড়ে করে ওটা অনায়াসে কৃষ্ণা-গোদাবরী পার হতে পারে।
তাহলে ওটা চেপেই বেরিয়ে পড়ি? ...কিন্তু একটা মুশকিল,... রাস্তা চিনি না যে?
সে ভাবনা আমার। রাস্তা আমি দেখিয়ে দেব। কিন্তু আজ রওনা হয়ে কাজ নেই। সূর্য ডুবুডুবু। কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে।
পরদিন...ভোর হবার কিছু আগেই...
জিজা-মা সুন্দর করে সাজিয়ে দেন সদাশিবকে। মাথায় পাগড়ি... চোখে কাজল... গায়ে ফর্সা জামা-কাপড়...
সাবধানে যাস কিন্তু বাবা, কেমন?
একটা খটকা লাগছে মা। বিজাপুরে না হয় পৌঁছলুম কিন্তু উনি আমায় চিনবেন কী করে? কী করে বুঝবেন যে আমি তোমাদেরই লোক।


নিজের হাত থেকে একটা তামার কবচ খুলে দিতে দিতে জিজা-মা বলেন...
এই কবচ তাঁকে দেখাস, তিনি চিনতে পারবেন। এতে মা ভবানীর ফুল আছে। ধারণ করলে তোরও মঙ্গল হবে।
পশ্চিমঘাট পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঁকি দেয়... সদাশিবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন শিবাজি আর তানাজি
পথে ডাকাতের ভয়, সাবধানে যাবি। ইচ্ছে করেই সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি দিলাম না।
তাতে কী হয়েছে? ক'টা তামার পয়সা তো আছে, আর আছে এই ছুরিটা...
...আর এই যে থলেটা দেখছ, জিজা-মা এতে খাবার ভরে দিয়েছেন। ব্যস, আমায় আর পায় কে?





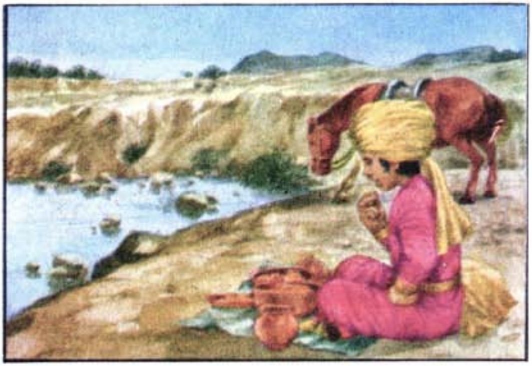


সিন্ধুঘোটকের পিঠে চেপে বিজাপুরের রাস্তায় রওনা হয়ে পড়ে সদাশিব...





ভরদুপুরে, জলার ধারে ভোজনপর্ব সেরে নেয় দুজনেই—



আবার শুরু হয় যাত্রা... পথ নির্জন। জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই...







অবাক কাণ্ড! লোকজন সব গেল কোথায়!
কোথায় আবার? কয়েকদিন আগে বিজাপুরী ফৌজ এই দিক দিয়ে গিয়েছিল না? তাদের ভয়েই তো গাঁয়ের লোক পালিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।
সন্ধ্যার মুখে সদাশিব এসে পৌঁছয় একটা পাহাড়ি নদীর ধারে। নদীতে বেজায় স্রোত। কিন্তু এইখানেই নদী পেরোতে হবে।
অন্ধকার হয়ে আসছে। দূরে একটা গাঁও আছে দেখছি। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোর হতে-না-হতে নদী পার হব। মনে হচ্ছে, গাঁয়ে কেউ নেই।
ঠিক সেই মুহূর্তে, হঠাৎ...
চি-হি-হি...


ও কী?
কিসের
আওয়াজ
নির্ঘাত আমার
কোনও জাতভাই
চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ...
পা চালিয়ে
আয়! দেখি,
গাঁয়ে মানুষজন
আছে কি না
আশ্চর্য! চারদিক তো
খাঁ-খাঁ করছে। অথচ
পষ্ট শুনলুম ঘোড়ার ডাক!
মরেছে! ভুতুড়ে
কাণ্ড নাকি?
চিঁ-হিঁ-হিঁ...



আরে !...
ওই তো
একটু দূরে একটা পরিত্যক্ত গোয়াল।
কিন্তু গোরু নেই।
বাঁধা আছে একটা
তাগড়া ঘোড়া !
এ তো বাবা দেহাতি
ঘোড়া নয় ! মনে হচ্ছে
ফৌজি ঘোড়া,
পায়ে একটা ন্যাকড়ার
ফেট্টিও দেখছি !
সঙ্গে-সঙ্গে একরাশ চিন্তা
ছেঁকে ধরে সদাশিবকে
ঘোড়াটা কার ?
সামনে আসছে
না কেন ?
ঘোড়ার মালিক
নিশ্চয়ই গাঁয়ের
লোক নয়...
তাহলে সে
এল কোত্থেকে ?
চোর-ডাকাত
নয় তো ?
কোথায়
লুকিয়ে আছে ?


রাত হয়ে আসে... একটা আস্তানার খোঁজে এপাশ-ওপাশ ঘোরে সদাশিব
অবশেষে
বাঃ, এই তো দিব্যি জায়গা ! মজবুত ঘর । দরজায় হুড়কোও আছে দেখছি !
নিশ্চয়ই গাঁয়ের মোড়লের বাড়ি । নইলে এত ভাল হয় ? রাতটা এইখানেই কাটানো যাক ।
জানালার বাইরে মাঠ । সিন্ধু-ঘোটকের মুখের লাগাম আর পিঠের কম্বল তুলে নিয়ে সেই মাঠে চরতে ছেড়ে দেয় সদাশিব
ঘরের দোরে হুড়কো লাগিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ে...


নিশুতি রাত...
চারদিকে পাহাড়ি
ঝিঁঝির ডাক...
ঘুমটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে,
এমন সময়...
হুর্‌র্‌র্‌... চুক্‌ চুক্‌......
ওঠ্‌...ওঠ্‌ বাবা
...ওঠ্‌...
আরে ! কিসের
আওয়াজ ?
হুর্‌র্‌র্‌...
চ্যু...চ্যু...
চ্যু...
সিন্ধু-ঘোটকের পাশে
কে ঐ লোকটা ?


ওঠ্ বাবা, লক্ষ্মী সোনা মানিক, —একবার যখন পেয়েছি তোকে, মনে হচ্ছে কোনোরকমে নদী পেরিয়ে জানটা বাঁচাতে পারব ।
ও ! এই তাহলে সেই খোঁড়া ঘোড়াটার মালিক !
কী কুক্ষণে লড়তে গিয়েছিলুম শিবাজীর সঙ্গে ! ঘোড়াটাই আমার খোঁড়া হয়ে গেল !
ওঠ্ ওঠ্... জলদি জলদি সুলতানকে যুদ্ধের খবরটা পৌঁছে দিতে হবে ! আল্লা তোকে পাইয়ে দিয়েছেন ।
পাওয়াচ্ছি ! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি ! আমার ঘোড়া চুরি করার ফন্দি ?

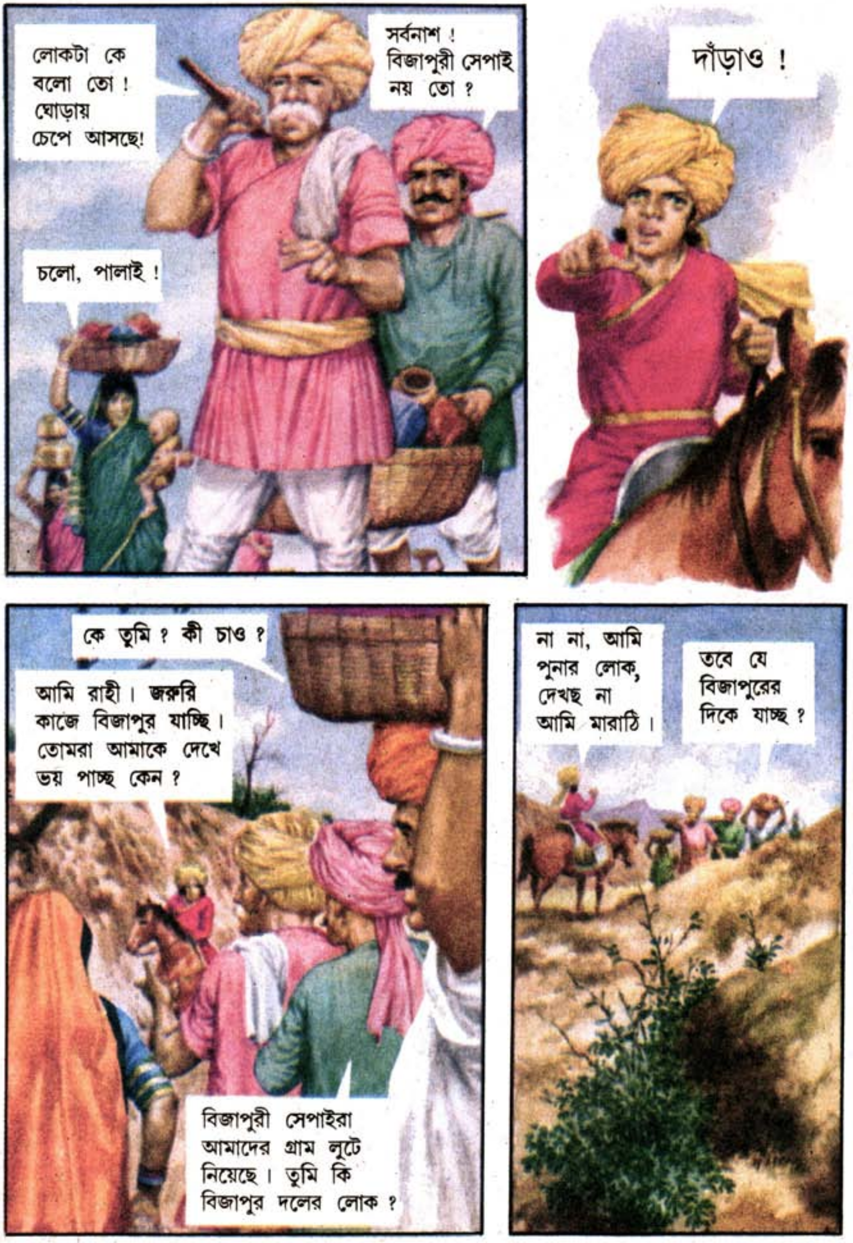


হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সদাশিব...
হুর্র্র্—হুং—
কট্‌কট্‌ হুক্ক হুক্ক...
ভয় পেয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দেয় ঘোড়াচোর
ভূ—ত—!
ভূ—ত—!
ভূ—ত—!
কেমন মজা !
কট্‌কট্‌
হুক্ক হুক্ক হুং
হর্র্র্...

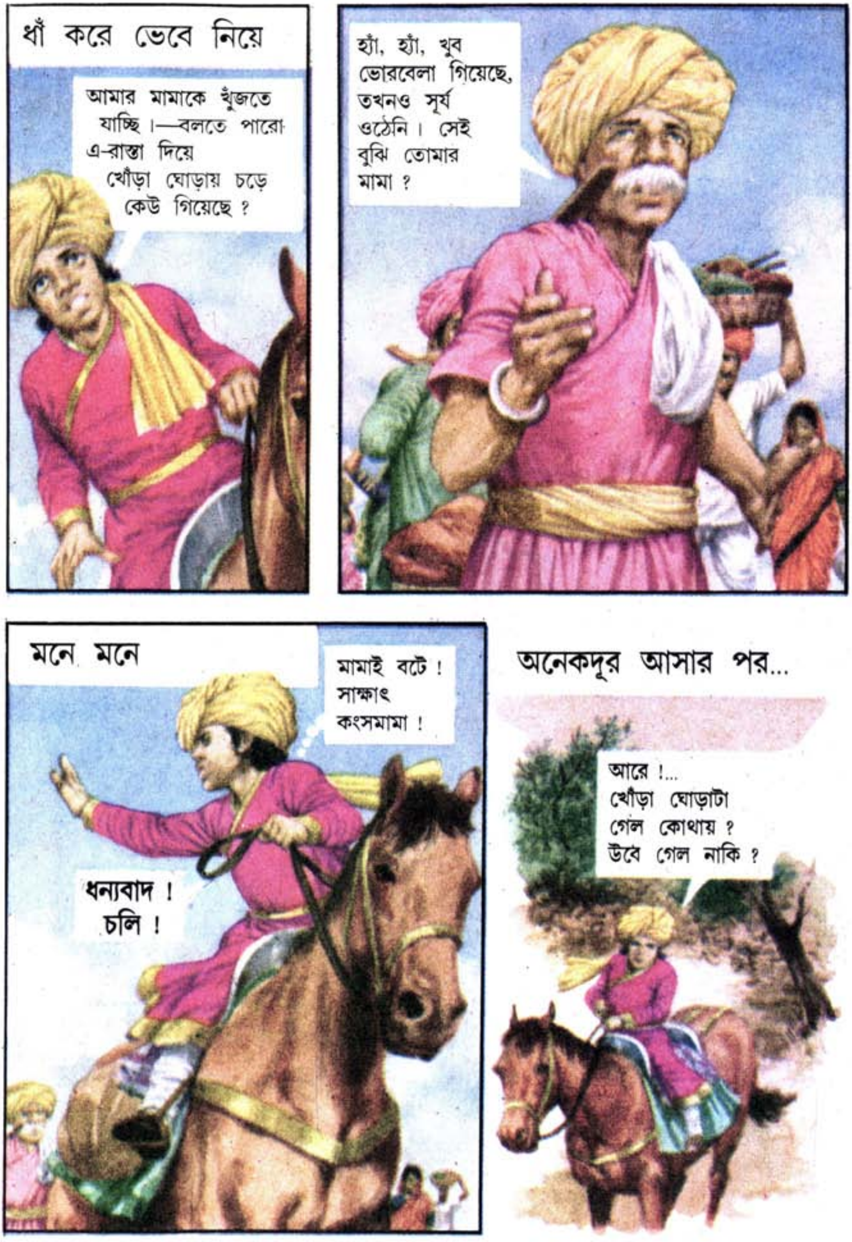

বীরপুরুষ তখন গোয়ালে ঢুকে নিজের ঘোড়াটাকে টানাটানি করছে...
জলদি চল! ভূ—ত—!
জলে ঝাঁপিয়ে পড়! ...জলে ঝাঁপিয়ে পড়
থামিসনি! সাঁতরে চল! বড়জোর জানে বেঁচে গেছি!
কদ্দুর যাবে যাও! কাল সকালে সিন্ধুঘোটকে চেপে আমি ঠিক তোমাকে টপকে চলে যাব।

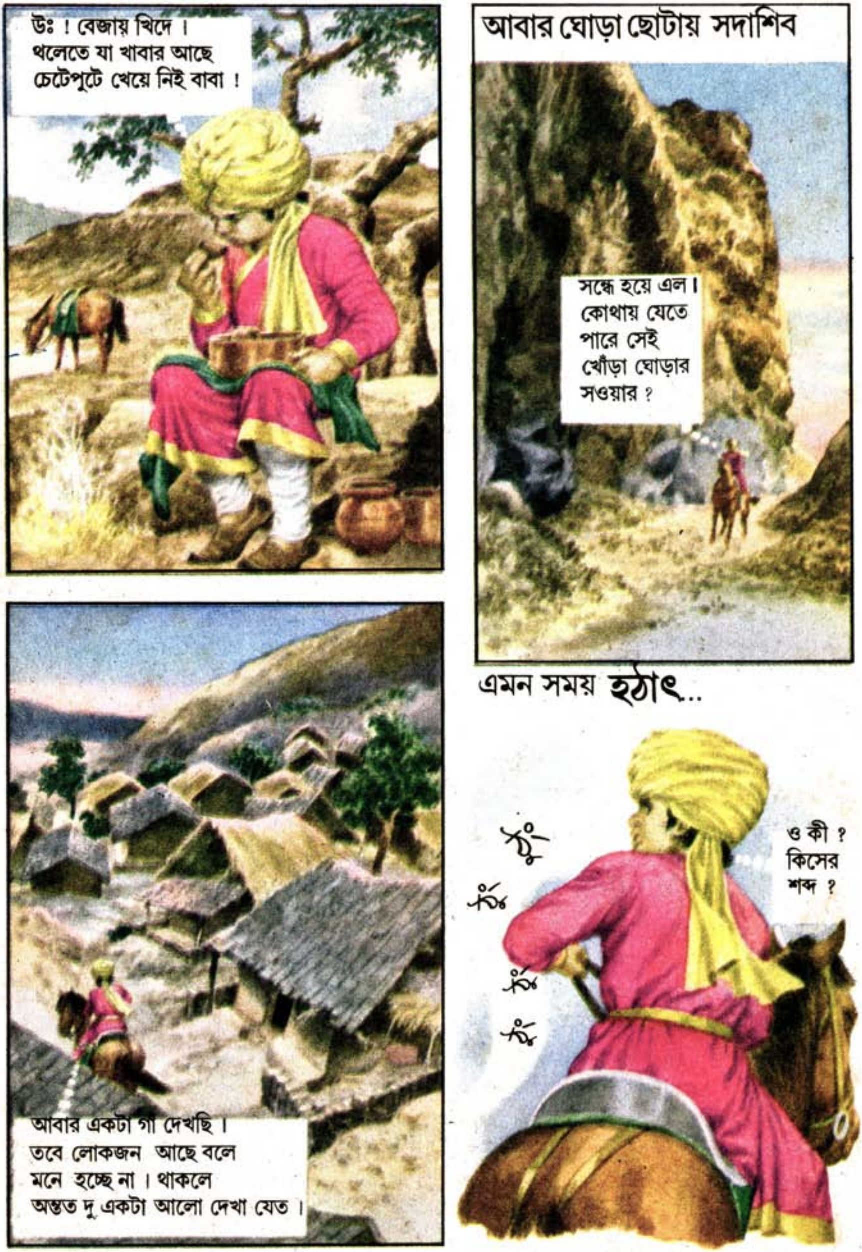


পরদিন কাকভোরে...
সিন্ধুঘোটকে চেপে
নদী পার হয় সদাশিব
রাস্তা ফাঁকা।...গাঁগুলোতেও লোকজনের চিহ্ন নেই...
আশ্চর্য... খোঁড়া ঘোড়াটা গেল কোথায় ?
এমন সময়
আরে ! কিছু লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে ! ...কারা ওরা ?
বিজাপুরীদের ভয়ে যারা পালিয়েছিল, তাদেরই দু-একজন মনে হচ্ছে !

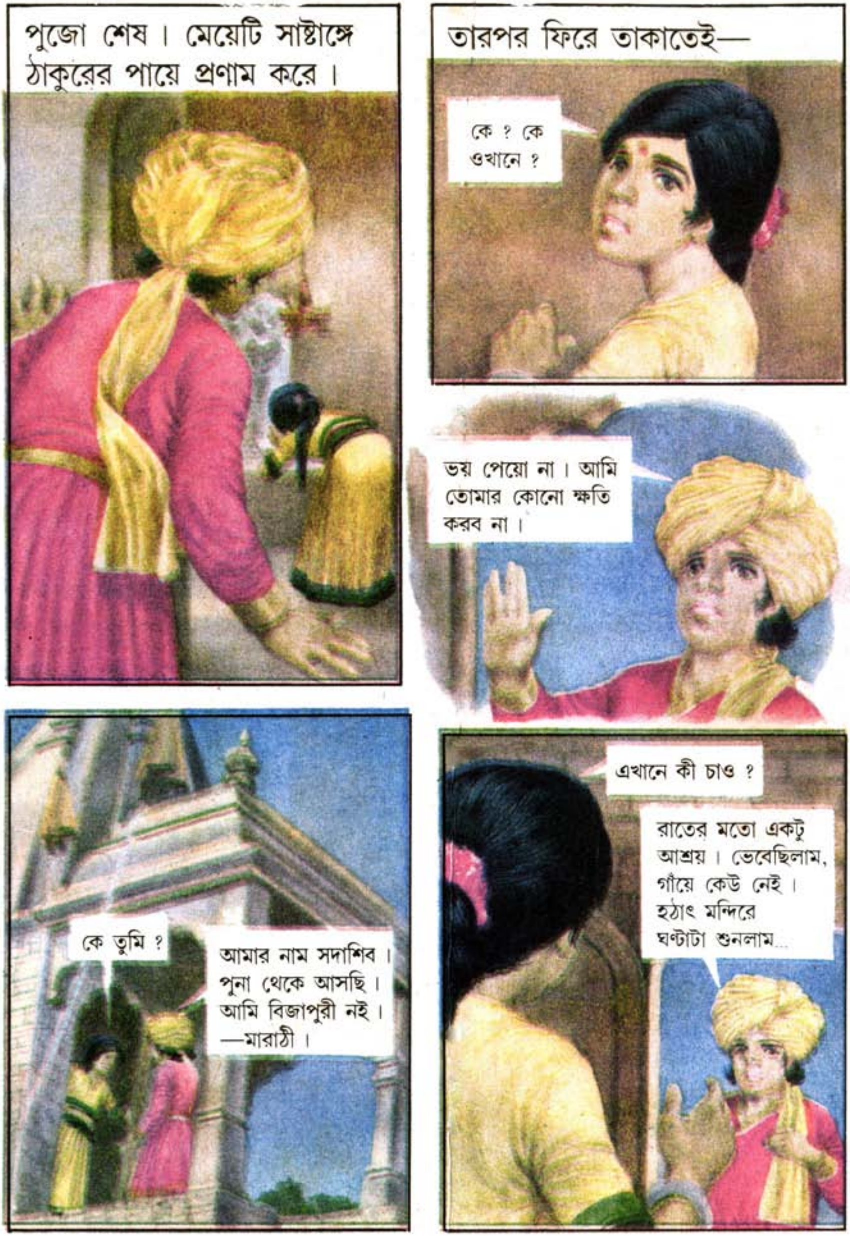


লোকটা কে বলো তো ! ঘোড়ায় চেপে আসছে!
সর্বনাশ ! বিজাপুরী সেপাই নয় তো ?
চলো, পালাই !
দাঁড়াও !
কে তুমি ? কী চাও ?
আমি রাহী। জরুরি কাজে বিজাপুর যাচ্ছি। তোমরা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন ?
বিজাপুরী সেপাইরা আমাদের গ্রাম লুটে নিয়েছে। তুমি কি বিজাপুর দলের লোক ?
না না, আমি পুনার লোক, দেখছ না আমি মারাঠি।
তবে যে বিজাপুরের দিকে যাচ্ছ ?


ধাঁ করে ভেবে নিয়ে
আমার মামাকে খুঁজতে যাচ্ছি।—বলতে পারো এ-রাস্তা দিয়ে খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে কেউ গিয়েছে ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভোরবেলা গিয়েছে, তখনও সূর্য ওঠেনি। সেই বুঝি তোমার মামা ?
মনে মনে
মামাই বটে ! সাক্ষাৎ কংসমামা !
ধন্যবাদ ! চলি !
অনেকদূর আসার পর...
আরে !... খোঁড়া ঘোড়াটা গেল কোথায় ? উবে গেল নাকি ?


উঃ ! বেজায় খিদে ।
থলেতে যা খাবার আছে
চেটেপুটে খেয়ে নিই বাবা !
আবার ঘোড়া ছোটায় সদাশিব
সন্ধে হয়ে এল। কোথায় যেতে পারে সেই খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার ?
আবার একটা গাঁ দেখছি । তবে লোকজন আছে বলে মনে হচ্ছে না । থাকলে অন্তত দু একটা আলো দেখা যেত ।
এমন সময় হঠাৎ..
ও কী ? কিসের শব্দ ?


মনে হচ্ছে, কোনও মন্দিরের ঘণ্টা ।... ... এই নিঝুমপুরীতে আবার মন্দিরের ঘণ্টা কে বাজায় ?
ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং
আরে ! সত্যিই তো মন্দির !
ঠুং ঠুং
পুজো করছে —ওই মেয়েটি কে ?


পুজো শেষ। মেয়েটি সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করে।
তারপর ফিরে তাকাতেই—
কে ? কে ওখানে ?
ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।
কে তুমি ?
আমার নাম সদাশিব। পুনা থেকে আসছি। আমি বিজাপুরী নই। —মারাঠী।
এখানে কী চাও ?
রাতের মতো একটু আশ্রয়। ভেবেছিলাম, গাঁয়ে কেউ নেই। হঠাৎ মন্দিরে ঘণ্টাটা শুনলাম...



গাঁয়ে সত্যি কেউ নেই। বিজাপুরীদের ভয়ে পাহাড়ের গুহায় পালিয়েছে। আমার বাবা পূজারী। বুড়ো মানুষ, তার উপর বিজাপুরীদের হাতে জখম হয়েছেন— তাই তার বদলে আমি সন্ধেবেলা পুজোটা দিয়ে যাই।
বিজাপুরী সেপাইরা বড় অত্যাচার করে —না ? শিবাজির সৈন্য কিন্তু গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করে না।
তুমি বুঝি শিবাজির দলের লোক ?
হ্যাঁ। ...আমার গাঁয়ে তোমার মতো একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুঙ্কু। তোমার নাম কী ?
আমার নাম সেবন্তী।...
সেবন্তী বহিন, রাতের মতো একটু থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে ? আর কিছু খাবার ? আমি পয়সা দেব।
খাবার কোথায় পাব ? বিজাপুরীরা সব লুটে নিয়ে চলে গিয়েছে। বাকি যা ছিল— গ্রামবাসীরা গুহায় নিয়ে লুকিয়েছে।


ও ! ... তাহলে একটা থাকবার জায়গাই দেখাও । রাতটা না-হয় জল খেয়েই কাটিয়ে দেব ।
এসো আমার সঙ্গে
ওই আমাদের ঘর । রাতের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো ।
পাহাড়ের দিকে চলে যায় সেবন্তী
ঘরে না ঢুকে যেই না শোওয়া— অমনি গভীর ঘুম চেপে ধরে সদাশিবকে


ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে ... তার সেই প্রিয় ডোঙরপুর গ্রাম আর কুঙ্কুকে ...
কুঙ্কু এখন কত বড় হল ? ... এখনও কি সে মাঝে-মাঝে সদাশিবের কথা ভাবে ?
হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ...
বন্ধ দরজার ওপাশে কিসের আওয়াজ ?
খট ... খট ... খট ...


আরে ! .. সেবন্তী !
তোমার খাবার এনেছি
আজ রাতে খেয়েও আগামী দুদিনের খাবার বেঁচে যাবে। চটপট তোমার থলে বার করো।
এত খাবার !
খাবারের জন্যে কত পয়সা দিতে হবে সেবন্তী বহিন ?
অবিকল কুক্কু ... !
পয়সা চাই না। তুমি যদি আবার এপথ দিয়ে ফেরো তো আমার জন্যে নগর থেকে কিছু-মিছু কিনে এনো।
কিছু-মিছু ?


এই, যা হোক। তোমার যা খুশি। আমি রোজ সকাল-সন্ধে তোমার পথ চেয়ে এখানে বসে থাকব সদাশিব ভাই।
নিশ্চয়ই আনব .... আর একটা কথা, গ্রামবাসীদের বলো তারা এখন গ্রামে ফিরে আসতে পারে। আর কোনও ভয় নেই।
কিন্তু—বিজাপুরী সিপাহীর দল যে এই পথ দিয়েই ফিরে আসবে।
না। তারা আর ফিরে আসবে না
পরদিন কাকভোরে
আবার রওনা হয় সদাশিব
বেলা বাড়ে। কিন্তু কোথায় সেই খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার ?


অবাক কাণ্ড ! লোকটা কী কপ্পূরের মতো উবে গেল নাকি ?…যদি আমার আগে বিজাপুর দরবারে পৌঁছে যায় তাহলেই তো সর্বনাশ ! …নিশ্চয়ই শাহজিকে ওরা কোতল করবে !
যত জোরে পারিস—ছোট তো বাবা সিন্ধুঘোটক । যে করে হোক লোকটাকে পাকড়াও করা চাই-ই !
এদিকে, সেই খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার কিন্তু তখন অনেক পেছিয়ে…
এ কোন রাস্তায় এলাম রে বাবা ! নির্ঘাত পথ হারিয়েছি ! এখন উপায় ?
সদাশিব কিন্তু প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়েই চলেছে…


দিন যায়···
সন্ধ্যা নেমে আসে···
একটা উঁচু গাছের ডালে
রাত কাটিয়ে দেয় সদাশিব
পরদিন সকালে
আবার রওনা হয়···
বেশ কিছুদূর গিয়ে···
ঐ তো লোকালয়ের চিহ্ন। এগিয়ে আসছে —ওরা কারা ? মনে হচ্ছে মুসলমান।··· তবে কি বিজাপুর আর বেশি দূর নয় ?


দুপুরবেলা খেতে বসেছে
সদাশিব... দূর থেকে
শোনে বাঁশির আওয়াজ
বাঃ ! ভারী
মিঠে সুর তো !
বাঁশি বাজাতে বাজাতে
এগিয়ে আসছে মুসলমান
এক মেষপালক
এই যে ভাই,
বিজাপুর আর কদ্দুর
বলতে পার ?
তোমার ঘোড়া আছে দেখছি ।
তবু আজ পৌঁছতে পারবে
না । কাল বেলা দু'ঘড়ি
আন্দাজ শহরে পৌঁছবে ।



লোকটি চলে গেলে সদাশিব ভাবে...



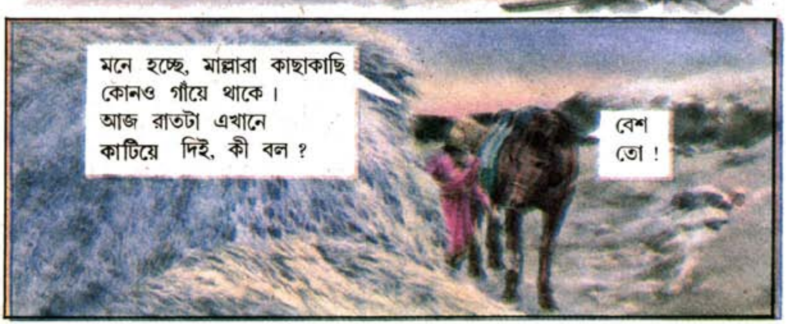
সেদিন সন্ধ্যাবেলা সদাশিব এক নদীর ধারে পৌঁছল



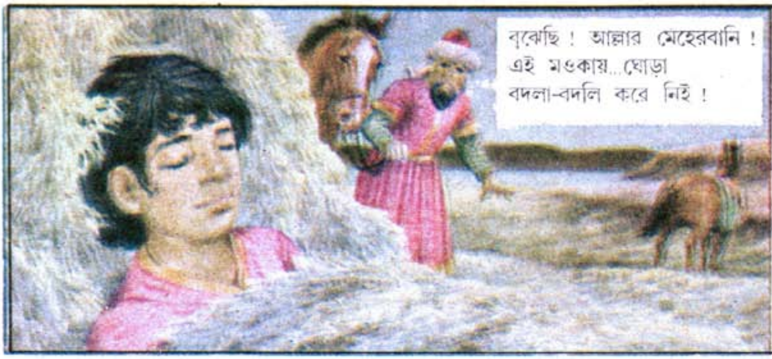

কী রে সিন্ধুঘোটক !
সাঁতরে পেরোতে
পারবি তো ?
খুব যে গভীর
নদী—তা মনে
হচ্ছে না ।
হুঁ ... !


শাবাশ
সিন্ধুঘোটক !


এপারে একটা
খড়-বোঝাই
নৌকো ।
মাঝি-মাল্লা
কেউ নেই ।


মনে হচ্ছে, মাল্লারা কাছাকাছি
কোনও গাঁয়ে থাকে ।
আজ রাতটা এখানে
কাটিয়ে দিই, কী বল ?
বেশ
তো !


খাওয়া-দাওয়া সেরে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ে সদাশিব ...
আঃ-হ্ ! তোফা আরাম ! কাল ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে ।
রাত গভীর...
নদীর ওপারে এসে দাঁড়ায় সেই খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার ...
উঃ ! কী কষ্টে যে এতটা পথ এসেছি, শুধু আল্লাই জানেন । এখন আবার নদী পেরোতে হবে !
মাঝ-দরিয়ায় ডোবাসনে বাপধন । আমি আবার সাঁতারে অষ্টরম্ভা !
ও কী ? ওখানে আবার কার ঘোড়া ?



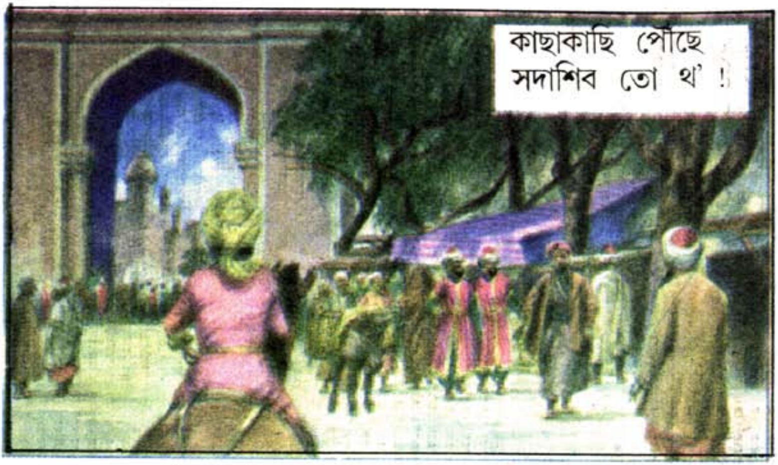


রাতের অন্ধকারে সিন্ধুঘোটকে চড়ে চম্পট দেয় ঘোড়াচোর !



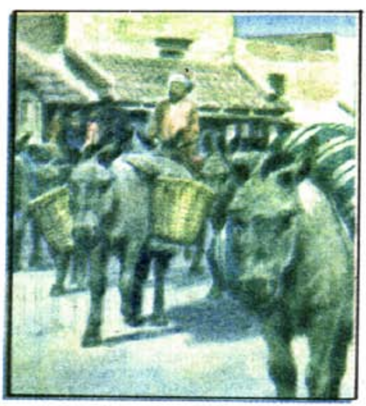


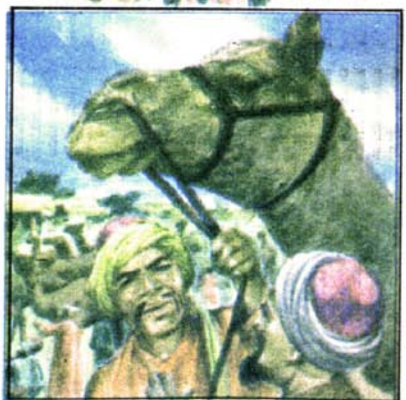

ঘোড়ার কাছে পৌঁছতেই চক্ষু চড়কগাছ !
এ কী ! এ ঘোড়া কার ? এ তো আমার সিন্ধুঘোটক নয় !
ঘোড়ার পায়ে ফেট্টি ! তার মানে, সেই খোঁড়া ঘোড়াটা !
সর্বনাশ ! এ ঘোড়ায় চড়ে বিজাপুর পৌঁছতে পৌঁছতে তো কাল সন্ধে...!
পরদিন বেলা দু' ঘড়ির সময় দূরে দেখা গেল
বিজাপুরে দুর্গপ্রাকার



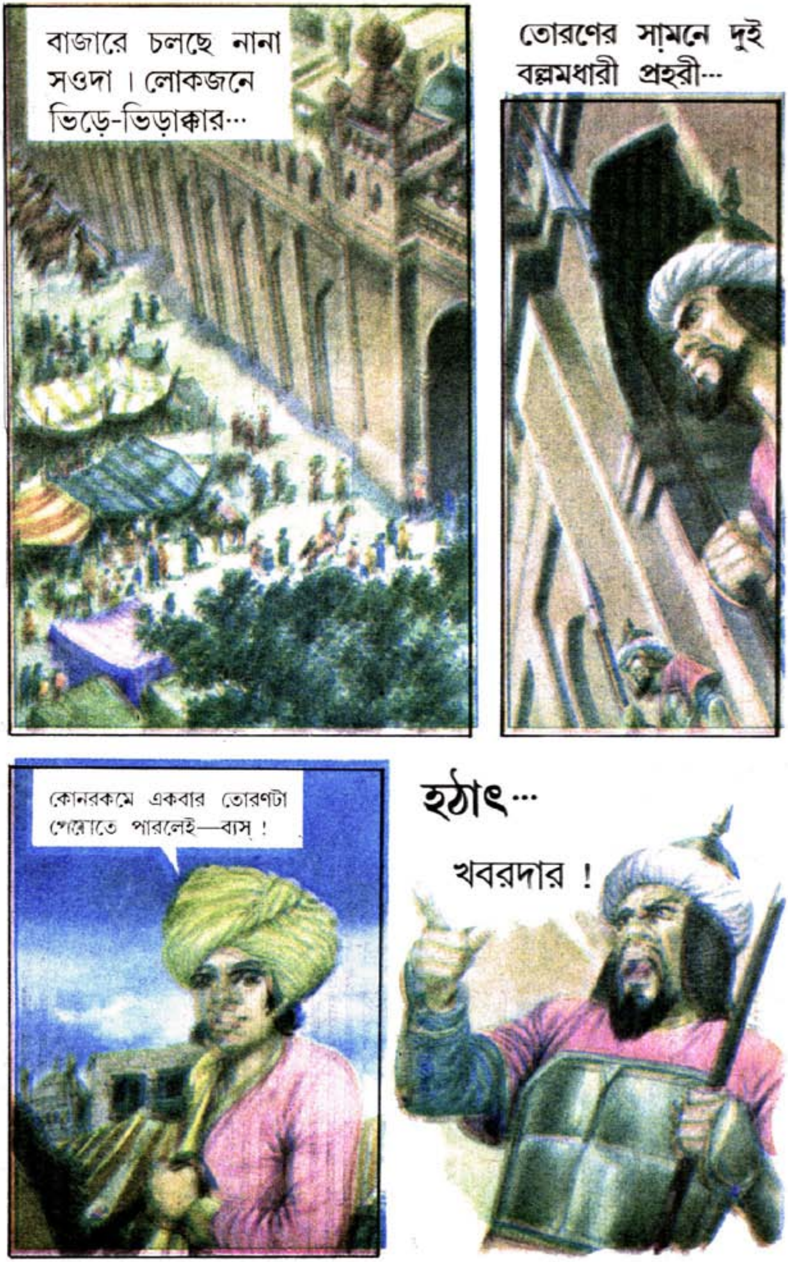


একদিকে এক পাল গাধা
মোট বয়ে নিয়ে চলেছে





অন্যদিকে উটের ব্যাপারিরা
উট বেচাকেনা করছে…

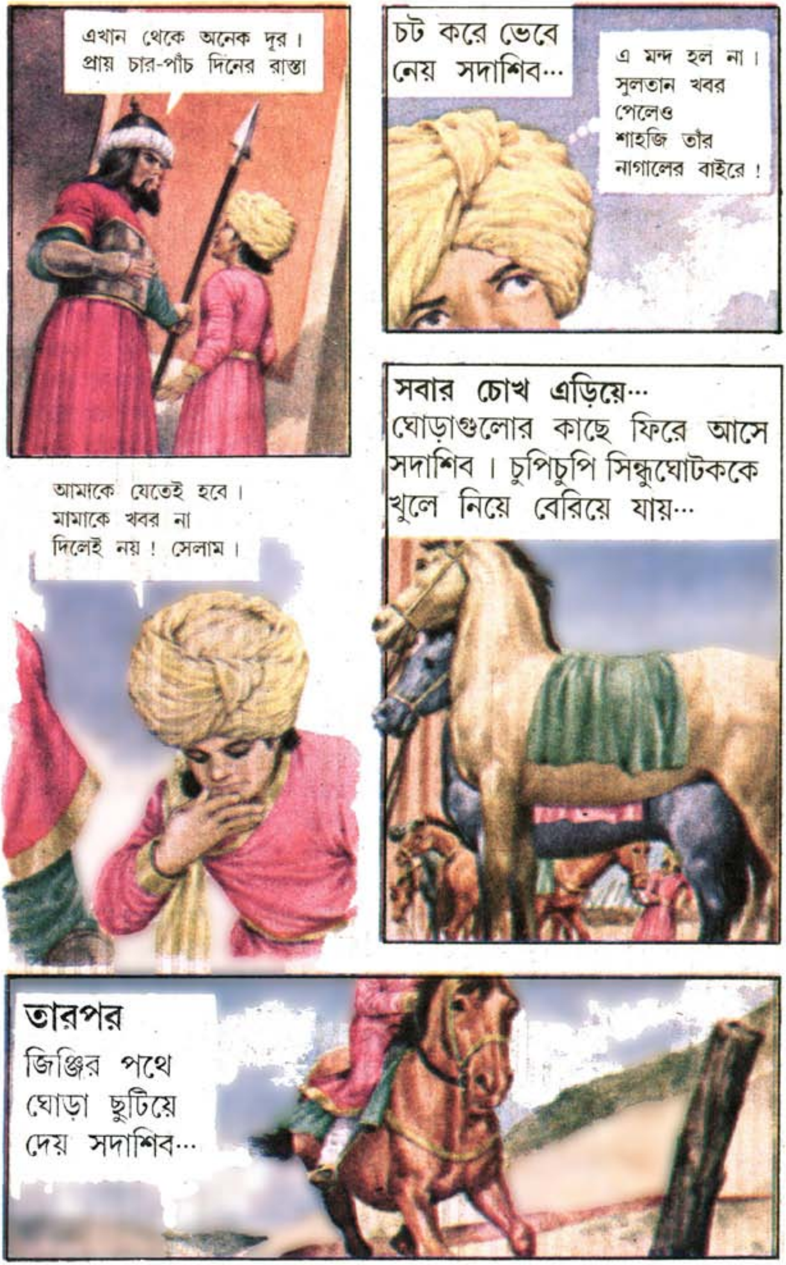

বাজারে চলছে নানা সওদা। লোকজনে ভিড়ে-ভিড়াক্কার…
তোরণের সামনে দুই বল্লমধারী প্রহরী…
কোনরকমে একবার তোরণটা পেরোতে পারলেই—ব্যস্ !
হঠাৎ…
খবরদার !


কী হল ?
ঘোড়া নিয়ে ফটকে ঢোকার হুকুম নেই। কে তুমি ?
আমি পুনা থেকে আসছি
তা হোক। আগে ঘোড়া বাইরে বেঁধে এসো !
দুর্গ-প্রাকারের বাইরে সারি সারি ঘোড়া বাঁধা। এগিয়ে আসে সদাশিব ...



হঠাৎ...
আরে !
এই তো আমার সিন্ধুঘোটক !
তার মানে, ঘোড়াচোর এটাকে বেঁধে রেখে নগরের মধ্যে ঢুকেছে
মার দিয়া কেল্লা ! ... দাঁড়া, আগে পাহারাদারদের কাছ থেকে ভেতরের সুলুক-সন্ধান নিয়ে আসি ...


সদাশিব আবার যায় তোরণের কাছে…
ভেতরে কার সঙ্গে তোমার দরকার ?
আমার মামা বলবন্ত রাও মনসবদার শাহজি ভোঁসলের অধীনে কাজ করে…
আমি মামাকে একটা জরুরি খবর দিতে এসেছি
কিন্তু মনসবদার শাহজি ভোঁসলে তো এখানে নেই
অ্যাঁ !… নেই ?… কোথায় গেছেন ?
নিজের দলবল নিয়ে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে গেছেন
জিঞ্জি দুর্গ ? সেটা কোথায় ?


এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় চার-পাঁচ দিনের রাস্তা
চট করে ভেবে নেয় সদাশিব...
এ মন্দ হল না। সুলতান খবর পেলেও শাহজি তাঁর নাগালের বাইরে!
আমাকে যেতেই হবে। মামাকে খবর না দিলেই নয়! সেলাম।
সবার চোখ এড়িয়ে... ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে আসে সদাশিব। চুপিচুপি সিন্ধুঘোটককে খুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়...
তারপর
জিঞ্জির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় সদাশিব...


তিন দিন পরের কথা… একটা নদী পার হবার সময় সদাশিব শুনতে পেল পিছনে কিসের যেন একটা শব্দ।
ও কী? ওরা কারা?
দুজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে
সাজপোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে বিজাপুরি সৈন্য। নিশ্চয়ই বিজাপুর দরবারের দূত—জিঞ্জি যাচ্ছে শাহজিকে বন্দী করতে…

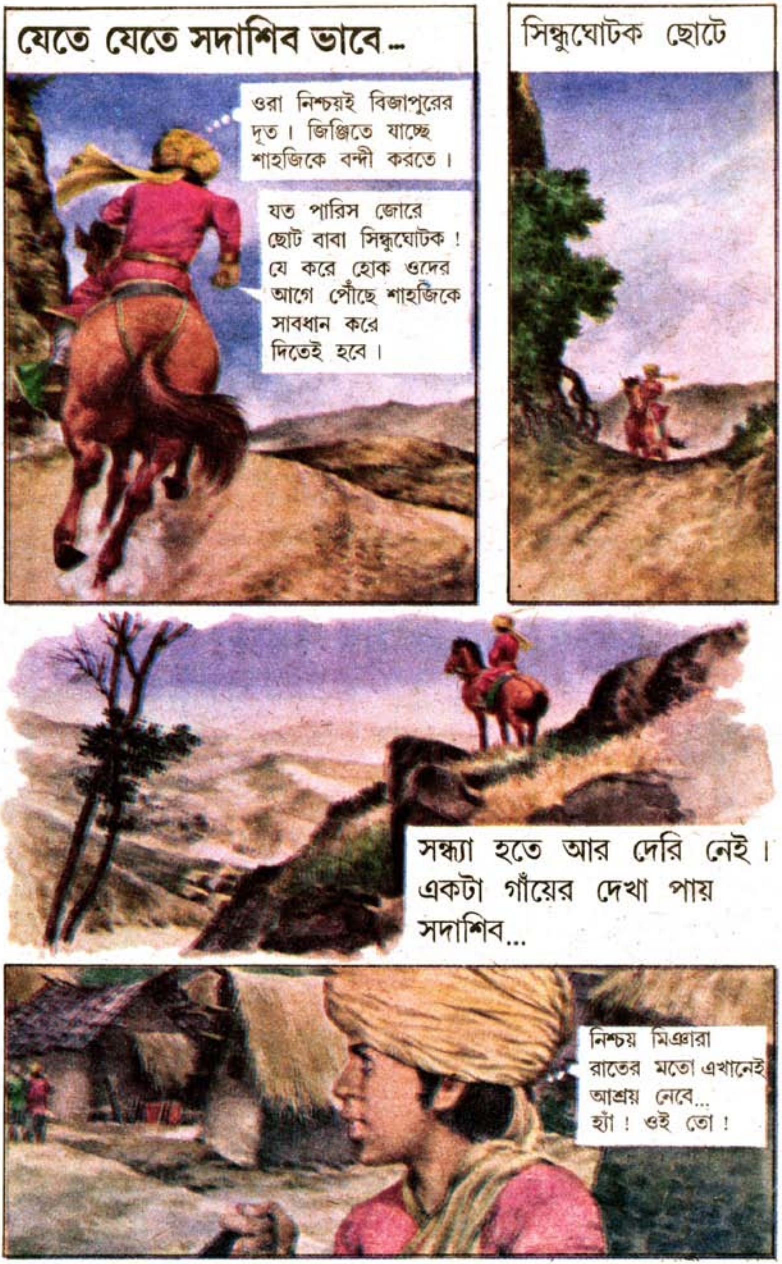

এদের সঙ্গে সাবধানে কথা কইতে হবে ।
সদাশিব একপাশে সরে দাঁড়ায় ।
সিন্ধুঘোটককে লক্ষ করে সৈন্যদের একজন বলে ওঠে···
অমন জালার মতো পেট-ওয়ালা ঘোড়া আগে কখনো দেখেছ শোভান মিয়া ?
সত্যিই তো !
কী রে ছোঁড়া, তোর ঘোড়া কী খায় ?
ঘাস খায় ।
শুধু ঘাস খায় ? দানা খায় না ?
তবে বোধহয় হাওয়া খায় । হাওয়া খেয়ে-পেট ফুলে গেছে । উড়তে পারে ?
উহুঁ

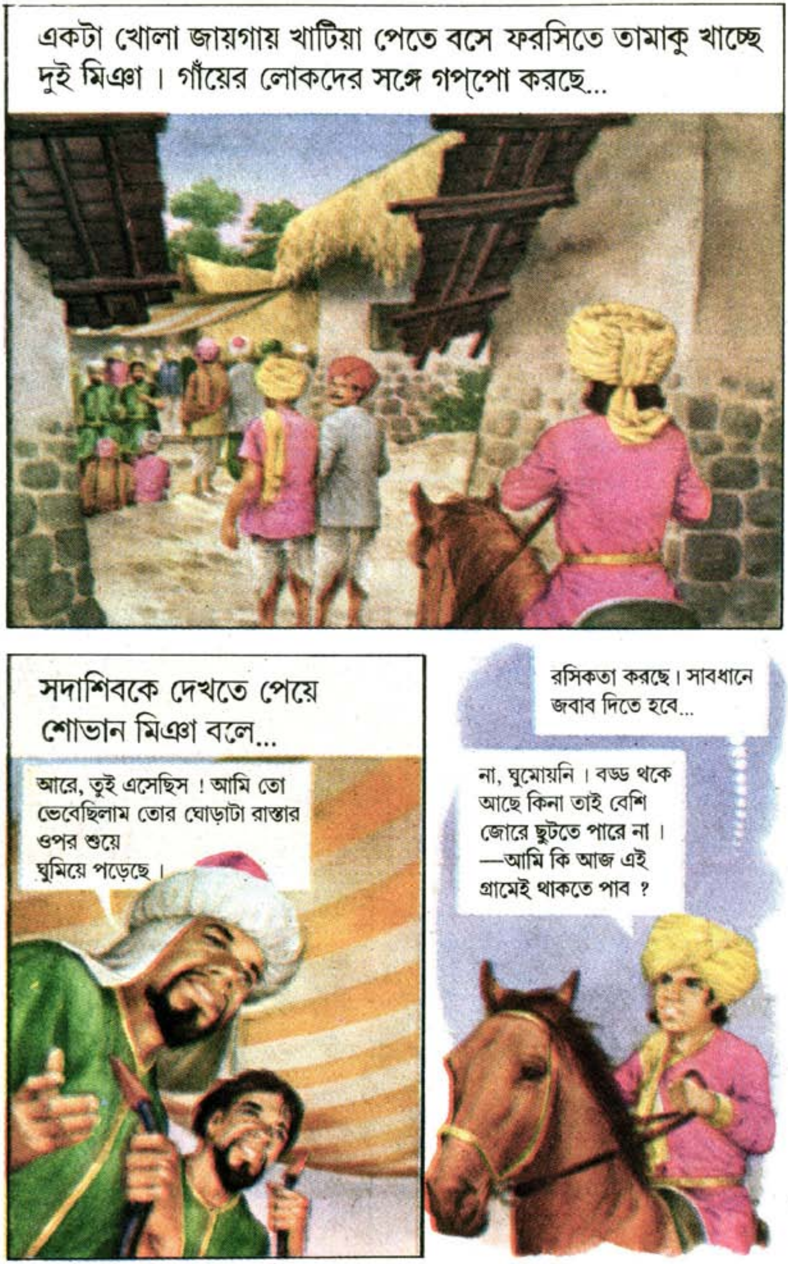

তবে পক্ষীরাজ নয়। পক্ষীরাজ হলে উড়ত। কী বলো হায়দার মিঞা ?
তোর নাম কী ? যাবি কোথায় ?
আমার নাম সদাশিব। আমি জিঞ্জি যাব।
তুইও জিঞ্জি যাবি ? জিঞ্জিতে তোর কী দরকার ?
সেপাইগুলো আমার আসল মতলব না ধরে ফেলে !··· খুব সাবধানে কথা বলা দরকার···
আমি পুনা থেকে আসছি। জিঞ্জি যাব আমার মামার সঙ্গে দেখা করতে।

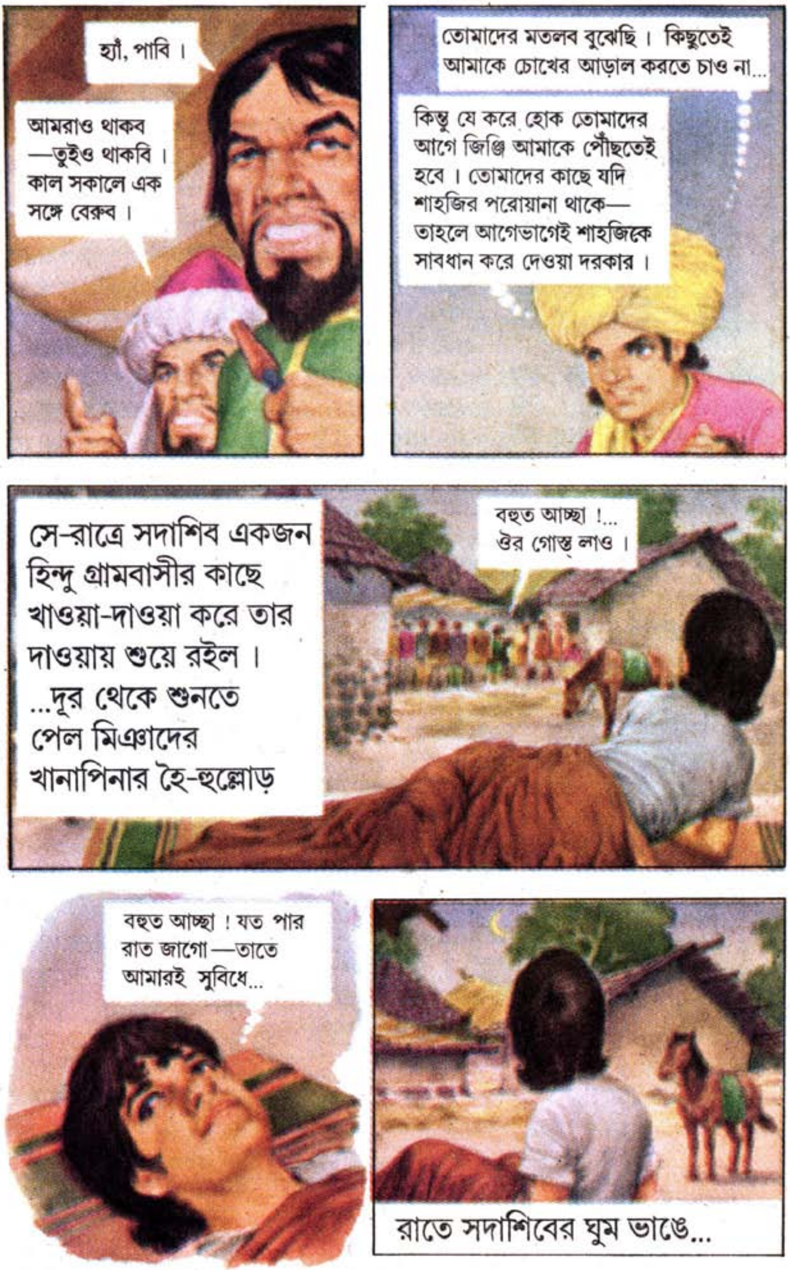

শুনলে ?…বলছে, পুনা থেকে আসছে।
হুঁ।…তার মানে, শত্রুরাজ্য থেকে। …ছোঁড়াটাকে ভাল করে যাচাই করা দরকার।
এই ! সত্যি সত্যি বল, তুই জিঞ্জিতে কার কাছে কী জন্যে যাচ্ছিস ? নইলে কেটে ফেলব।
বলতেই তো যাচ্ছিলাম। আমার মামা বলবন্ত রাও নাইক বিজাপুরের মনসবদার শাহজির সৈন্যদলের হাবিলদার। পুনায় মামার কিছু জমি-জিরাত আছে…
এক মাস আগে শিবাজির দলের ডাকাতরা মামার ঘরবাড়ি লুটে নিয়ে গেছে। তাই আমি মামাকে খবর দিতে বিজাপুর গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, মামা এখন জিঞ্জিতে। তাই আমিও জিঞ্জি যাচ্ছি।
শাহজি ভোঁসলে শিবাজির বাপ— তুই জানিস ?


জানি ।
কিন্তু বাপ-বেটায়
মুখ দেখাদেখি নেই ।
তা হোক । আমরা বিজাপুরের
ফৌজদার । আমরাও জিঞ্জি
যাচ্ছি । আয় আমাদের সঙ্গে ।
সঙ্গে না এসে বরং আমাদের
পিছু পিছু আসুক । নইলে
দেরি হয়ে যাবে ।...
যা ওর ঘোড়ার গতরখানা !
তোমরা এগিয়ে
যাও । আমি ঠিক
পিছু-পিছু আসছি ।


সদাশিবকে পেছনে রেখে ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়...


যেতে যেতে সদাশিব ভাবে...
ওরা নিশ্চয়ই বিজাপুরের দূত। জিঞ্জিতে যাচ্ছে শাহজিকে বন্দী করতে।
যত পারিস জোরে ছোট বাবা সিন্ধুঘোটক! যে করে হোক ওদের আগে পৌঁছে শাহজিকে সাবধান করে দিতেই হবে।
সিন্ধুঘোটক ছোটে
সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। একটা গাঁয়ের দেখা পায় সদাশিব...
নিশ্চয় মিঞারা রাতের মতো এখানেই আশ্রয় নেবে... হ্যাঁ! ওই তো!

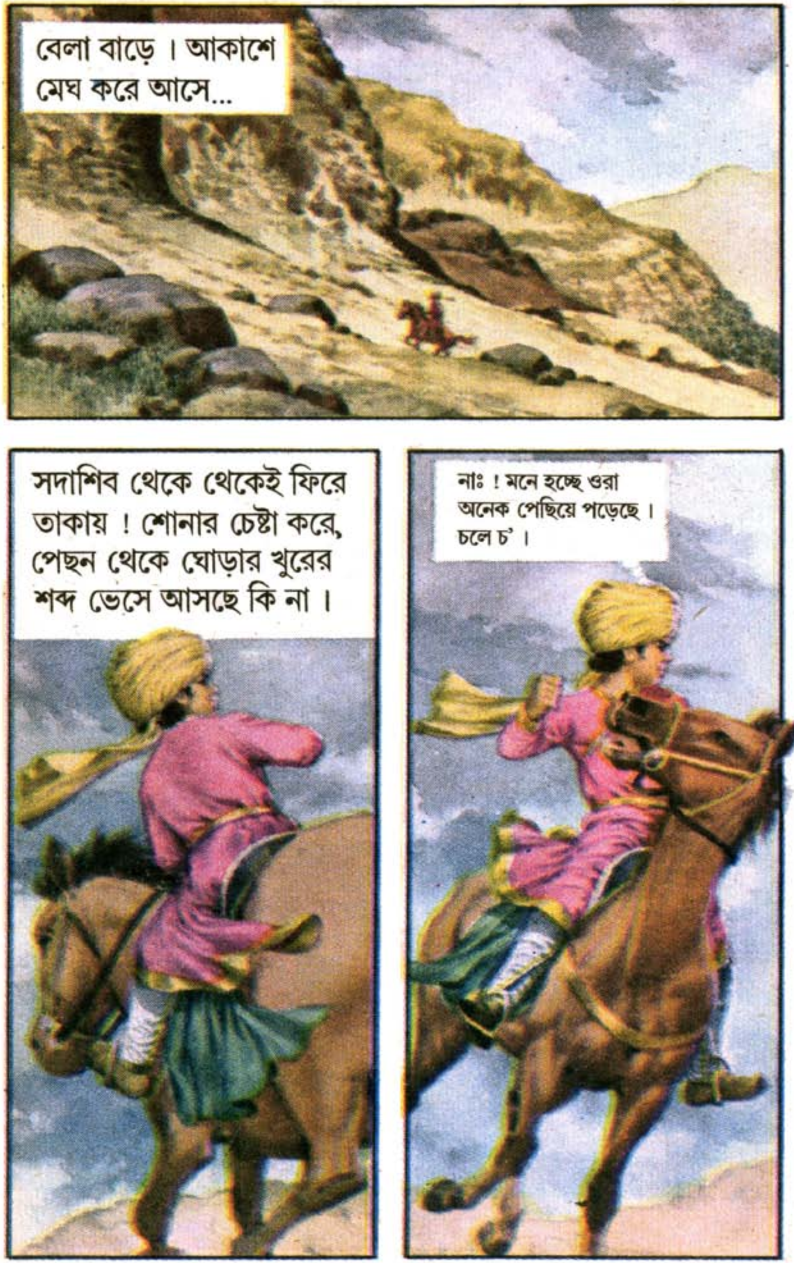

একটা খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে বসে ফরসিতে তামাকু খাচ্ছে দুই মিঞা । গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে গপ্‌পো করছে...
সদাশিবকে দেখতে পেয়ে শোভান মিঞা বলে...
আরে, তুই এসেছিস ! আমি তো ভেবেছিলাম তোর ঘোড়াটা রাস্তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ।
রসিকতা করছে। সাবধানে জবাব দিতে হবে...
না, ঘুমোয়নি । বড্ড থকে আছে কিনা তাই বেশি জোরে ছুটতে পারে না । —আমি কি আজ এই গ্রামেই থাকতে পাব ?


হ্যাঁ, পাবি।
আমরাও থাকব —তুইও থাকবি। কাল সকালে এক সঙ্গে বেরুব।
তোমাদের মতলব বুঝেছি। কিছুতেই আমাকে চোখের আড়াল করতে চাও না...
কিন্তু যে করে হোক তোমাদের আগে জিঞ্জি আমাকে পৌঁছতেই হবে। তোমাদের কাছে যদি শাহজির পরোয়ানা থাকে— তাহলে আগেভাগেই শাহজিকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।
সে-রাত্রে সদাশিব একজন হিন্দু গ্রামবাসীর কাছে খাওয়া-দাওয়া করে তার দাওয়ায় শুয়ে রইল। ...দূর থেকে শুনতে পেল মিঞাদের খানাপিনার হৈ-হুল্লোড়
বহুত আচ্ছা !... ঔর গোস্ত্ লাও।
বহুত আচ্ছা ! যত পার রাত জাগো—তাতে আমারই সুবিধে...
রাতে সদাশিবের ঘুম ভাঙে...


চুপি চুপি সিন্ধুঘোটককে নিয়ে সরে পড়ে সে ।
ভোর হতে এখনও দু-তিন ঘড়ি বাকি, এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে !
তারপর গাঁয়ের বাইরে এসে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়…
বেলা বাড়ে…
ইশ্‌ ! সুয্যি যে মাথার ওপর উঠে গেছে ! হায়দার মিঞা, ওঠো ওঠো, এবার রওনা হতে হয় !
আরেকটু গড়িয়ে নিই, রোসো । রাতের খাওয়াটা বড্ড চাপ হয়ে গেছে ।
যত জোরে পারিস ছুটে চল্‌ বাবা !



জনপদ ছেড়ে আবার পাহাড় শুরু হয়েছে। সিন্ধুঘোটক ছুটে চলে।
এদিকে ধড়াচুড়োপরে শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা সদাশিবের খোঁজ করতে এসে দেখে…
সদাশিব নেই !
আরে ! ছোঁড়াটা গেল কোথায় ?
মনে হচ্ছে আমাদের আগেই সটকেছে !
আরও জোরে ! সিন্ধুঘোটক, আরও জোরে !


বেলা বাড়ে। আকাশে মেঘ করে আসে...
সদাশিব থেকে থেকেই ফিরে তাকায়! শোনার চেষ্টা করে, পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে কি না।
নাঃ! মনে হচ্ছে ওরা অনেক পেছিয়ে পড়েছে। চলে চ'।


দাঁড়া সিন্ধুঘোটক ! বেড়ে তাজা ঘাস জন্মেছে সামনের জমিটাতে । এইবেলা বরং চটপট একপেট খেয়ে নে ।


ঘোড়া থেকে নেমে সিন্ধুঘোটককে ঘাস খাবার জন্য ছেড়ে দেয় সদাশিব । নিজেও থলে খুলে খেতে বসে ।
দেখতে দেখতে সঙ্গের খাবারও তো ফুরিয়ে এল । এরপর উপায় ?

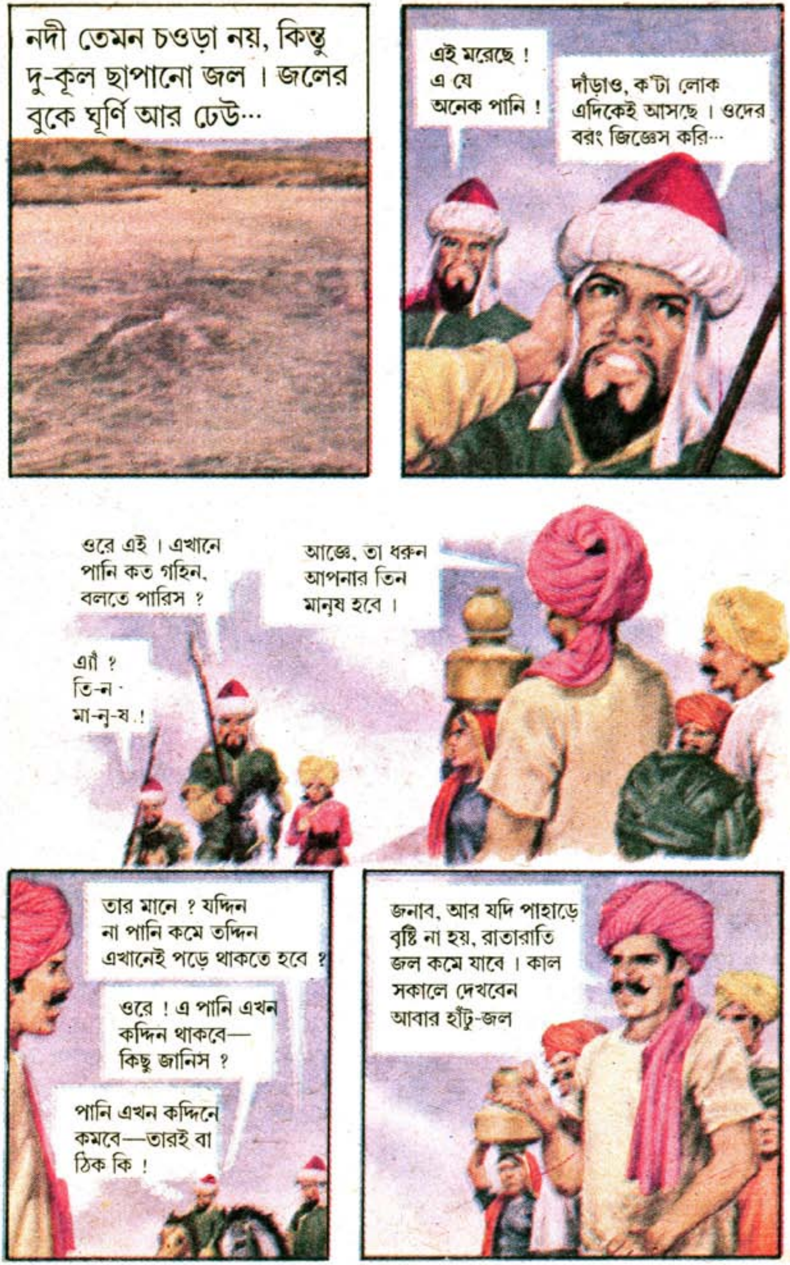

এমন সময় দূর থেকে
খট্‌খট্ খট্‌খট্ খট্‌খট্ খট্
সব্বোনাশ ! ওরা কারা ?



ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সেই দুই বিজাপুরী ফৌজদার ... শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা
দেখতে দেখতে ওরা সদাশিবকে ধরে ফেলে
এই ছোঁড়া, আমাদের ফেলে পালিয়ে এলি যে বড় ?
বাঃ,পালিয়ে আসব কেন ? ...
তোমাদের সঙ্গে বেরুলে পেছিয়ে পড়তাম । তাই আগে বেরিয়েছি । এখন একসঙ্গে যাব ।
কী বুঝছ, মিঞা ?
বোধহয় ঠিক কথাই বলছে । ...এখন থেকে আর কাছ-ছাড়া করা নয় । আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলুক ।


সদাশিবকে মাঝে রেখে এগোতে থাকে দুই বিজাপুরী ফৌজদার
পথে কিছু পথিককে দেখতে পেয়ে ওরা জিজ্ঞেস করে ...
ও হে ! জিঞ্জি আর কদ্দুর ?
ওই যে পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে ওর ওপারেই জিঞ্জি দুর্গ । এখান থেকে ধরুন কোশ তিন-চার ...
তাহলে তো এসেই গেছি । রাত হবার আগেই পৌঁছে যাব
আজ্ঞে না । আজ পৌঁছতে পারবেন না ।
কেন ? আজ পৌঁছতে পারব না কেন ?


আজ্ঞে,
নদী ফুলেছে।
নদী ফুলেছে !
তার মানে ?
আজ্ঞে, নদীতে ঢল নেমেছে।
পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল কিনা।
তাই নাকি ?
চল তো
দেখি।
নদীর ধারে এসে দাঁড়াল সদাশিব আর দুই বিজাপুরী ফৌজদার···


নদী তেমন চওড়া নয়, কিন্তু দু-কূল ছাপানো জল। জলের বুকে ঘূর্ণি আর ঢেউ...
এই মরেছে! এ যে অনেক পানি!
দাঁড়াও, ক'টা লোক এদিকেই আসছে। ওদের বরং জিজ্ঞেস করি...
ওরে এই। এখানে পানি কত গহিন, বলতে পারিস?
আজ্ঞে, তা ধরুন আপনার তিন মানুষ হবে।
এ্যাঁ? তি-ন মা-নু-ষ!
তার মানে? যদ্দিন না পানি কমে তদ্দিন এখানেই পড়ে থাকতে হবে?
ওরে! এ পানি এখন কদ্দিন থাকবে— কিছু জানিস?
পানি এখন কদ্দিনে কমবে—তারই বা ঠিক কি!
জনাব, আর যদি পাহাড়ে বৃষ্টি না হয়, রাতারাতি জল কমে যাবে। কাল সকালে দেখবেন আবার হাঁটু-জল


তাহলে তো আর উপায় দেখছি না মিঞা । রাতটা এ-গাঁয়েই কাটিয়ে দিতে হয় ।
তাই চল
হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সদাশিবের মগজে বুদ্ধি খেলে যায় !!
ওদের ঘোড়া নদী পেরোতে পারবে না !
এই সুযোগ !!
কিন্তু আমার সিন্ধুঘোটক পারবে । শিবাজি বলেছিলেন সিন্ধুঘোটক তিন মণ বোঝা নিয়ে কৃষ্ণা-গোদাবরী পার হতে পারে !!
আমি আজই নদী পেরিয়ে জিঞ্জি পৌঁছব !!!
সঙ্গে সঙ্গে সদাশিব মিঞাদের একজনকে বলে…
ইয়ে আমাকে আজই যেতে হবে । না গেলে মামা মারবে
বলিস কীরে ছোঁড়া ! এই নদী পার হবি কী করে ?


না পারি জলে ঝাঁপ দিয়ে মরব !!
চোখের পলকে সদাশিব ঘোড়াসুদ্ধ নদীর জলে লাফিয়ে পড়ে...
আরে ! সব্বোনাশ !
পাগল নাকি ? সত্যি সত্যি মরে যাবে যে !
ঝপাং !! খ্যাপা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিন্ধুঘোটক...
ডুবল ! ডুবল !
শাবাশ সিন্ধুঘোটক !


সিন্ধুঘোটকের কিন্তু ডোবার নামটি নেই। অম্লানবদনে সে সাঁতার কেটে চলেছে। তার জালার মতো পেট তাকে ভাসিয়ে রেখেছে।
নদী পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে পড়ল সিন্ধুঘোটক…
জয় ভবানী !
মিঞারা তো থ !
ছোঁড়া নয়, ঘোড়া। ওই ঘোড়াটার জালার মতো পেট নিয়ে কত ঠাট্টাই না করেছি !
ছোঁড়া তো আচ্ছা খেল দেখাল !
এপার থেকে সদাশিব চেঁচিয়ে বলে…
চিঁ-হি-হি… আ-দা-ব ! !
আ-মি চ-ল-লা-ম আ-দা-ব মি-ঞা সা-হে-ব ! !

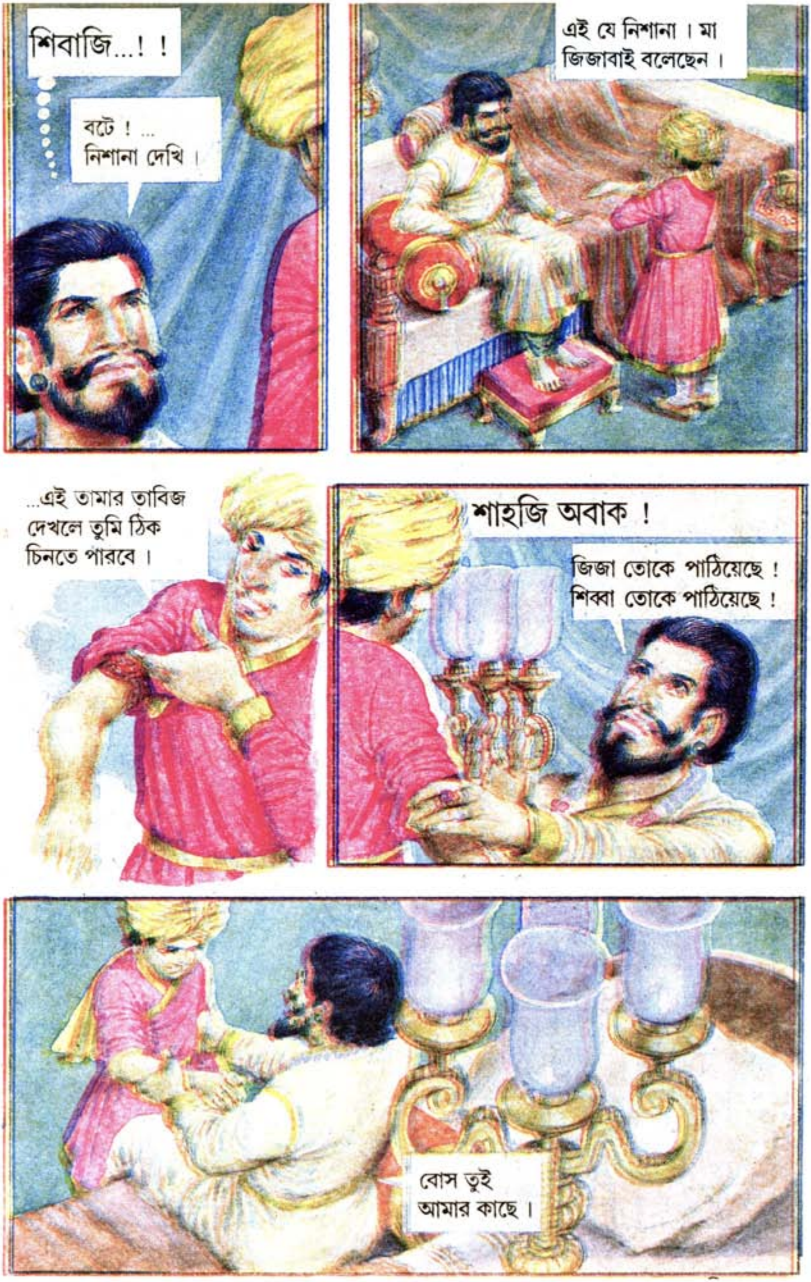

এই বলে সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জিঞ্জি দুর্গের পথে…
জিঞ্জি দুর্গ…
পাহাড়ের মাথার ওপর ঠিক মুকুটের মতো। যেন মেঘের বুকে অমরাবতী। তাকে ঘিরে আছে স্তরে স্তরে সাতটি প্রাচীর।
সেই দুর্গ ঘিরে—ছয় মাস ধরে ছাউনি ফেলে সসৈন্যে বসে আছেন বিজাপুরের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ
মুস্তাফা খাঁ বলছেন তাঁর মনসবদারদের…
ছ'-ছটা মাস কেটে গেল। দুর্গ জয় তো দূরের কথা, একটা প্রাচীরও আজ পর্যন্ত ভেদ করা গেল না…
এদিকে সৈন্যরাও আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠছে।
ওসব আজে-বাজে কথা শুনতে চাই না। সৈন্যদের ভুলিয়ে রাখো। দরকার হলে আমোদ-প্রমোদ গান-বাজনার ব্যবস্থা করো!



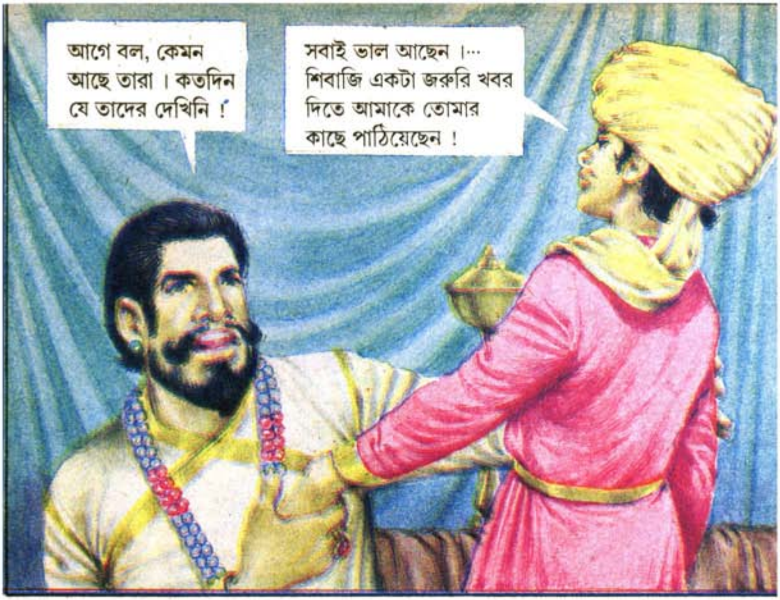
ব্যবস্থার কসুর রাখিনি হুজুর। আজকাল তো রাতভোর নাচ-গানাই চলছে।
কা'ল রাতে মনসবদার শাহজি উমদা গানের মাইফেল বসিয়েছিলেন।
শাহজি ছিলেন গান-বাজনার প্রকৃত সমঝদার। রাতভোর সুরের জলসায় কাটিয়ে ভোররাতে সবে একটু দু'চোখের পাতা এক করেছেন...
জিঞ্জি দুর্গের মাথায় ভোরের আলো। বাতাসে ভোরের পাখির গান।
এমন সময় তাঁবুর বাইরে থেকে কথা-কাটাকাটির আওয়াজ শুনে শাহজির কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়
তুই কে রে ছোঁড়া, সাতসকালে মনসবদারের দেখা চাস! এখন দেখা হবে না, মনসবদার ঘুমোচ্ছেন। যা, দু'ঘড়ি পরে আসিস।


বড় জরুরি কাজ,
দেরি করলে সর্বনাশ
হয়ে যাবে।
মনসবদারের ছেলে শিবাজি
আমাকে পাঠিয়েছেন।
শিবাজির কাছ থেকে
আসছিস তার
নিশানা আছে?
আছে, কিন্তু সে তুমি
চিনতে পারবে না।
তুমি শুধু একবার...
...মনসবদারকে এক্ষুনি
একটা খবর দাও। দেরি
কোরো না। দেরি করলে
সব্বোনাশ হয়ে যাবে!
তাঁবুর ভেতর থেকে শাহজি
হেঁকে বলেন
ওরে, কে এসেছে?
একবার আমার কাছে
নিয়ে আয় তো!


দ্বাররক্ষী তখন সদাশিবকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে আসে
এই ছোঁড়াটা ঝামেলা করছে হুজুর। বলছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।
কী ব্যাপার ?
ওকে একটু বাইরে যেতে বলুন না
তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া তো !
প্রহরীরা সরে গেলে...
কে তুই ? কোথা থেকে আসছিস ?
আমার নাম সদাশিব। আমি তোর্না দুর্গ থেকে আসছি। শিবাজি আমাকে পাঠিয়েছেন



শিবাজি...! !
বটে ! ...
নিশানা দেখি ।
এই যে নিশানা । মা
জিজাবাই বলেছেন ।
...এই তামার তাবিজ
দেখলে তুমি ঠিক
চিনতে পারবে ।
শাহজি অবাক !
জিজা তোকে পাঠিয়েছে !
শিব্বা তোকে পাঠিয়েছে !
বোস তুই
আমার কাছে ।


আগে বল, কেমন আছে তারা। কতদিন যে তাদের দেখিনি !
সবাই ভাল আছেন।... শিবাজি একটা জরুরি খবর দিতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন !

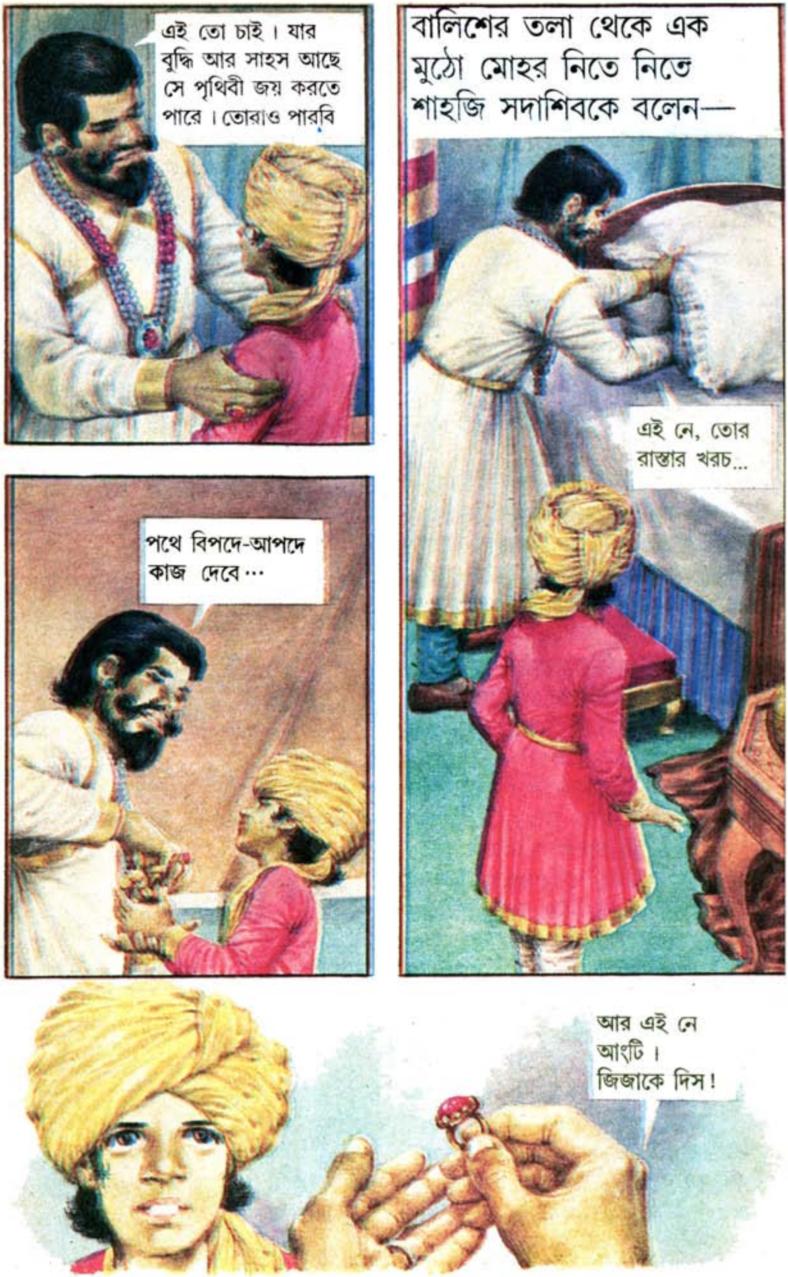

জরুরি খবর ! কী খবর ?


সদাশিব তখন এক নিশ্বাসে সমস্ত খবর বলে যায়, শাহজির মাথার ওপর যে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে তা-ও ভাল করে বুঝিয়ে দেয়।



শুনে, শাহজি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে ওঠে।
শিব্বা ! জিজা ! আমিই ওদের কোনদিন খবর নিইনি। কিন্তু ওরা আমাকে এত ভালবাসে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত দূরে খবর পাঠিয়েছে !
আর কিন্তু বেশি সময় নেই। সুলতানের পরোয়ানা নিয়ে এখনই লোক এসে পৌঁছবে…
আসুক, আমি পরোয়া করি না !
আমার যা হবার হবে। তুই শিব্বার কাছে ফিরে যা !
শিব্বাকে বলিস, আমার জন্যে সে যেন বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ না করে। মারাঠা দেশে বিজাপুরের যত দুর্গ আছে সব শিব্বা কেড়ে নিক, দেশে ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করুক…


আমার গোলামি করে জীবন কেটে গেল। শিব্বা যেন কারো গোলাম না হয়।
কিন্তু সুলতান যদি তোমাকে কোতল করে ?
কে কোতল করবে ? শাহজি ভোঁসলেকে কোতল করা অত সহজ নয়।
এখনও পাঁচ হাজার সৈন্য আমার রুটি খায়। কিন্তু সে যাক। শিব্বাকে বলিস আমার কথা যেন না ভাবে। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবব। তবে শিব্বা যেন আমাকে একেবারে ভুলে না যায়।
সদাশিব তখন শাহজিকে প্রণাম করে বলে...
আমি তাহলে এবার যাই তোমার সব কথা শিব্বা রাজাকে বলব।
কী ছেলেরে তুই ! এতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি, এত সাহস ! একলা এই শত্রুপুরীতে এসেছিস !

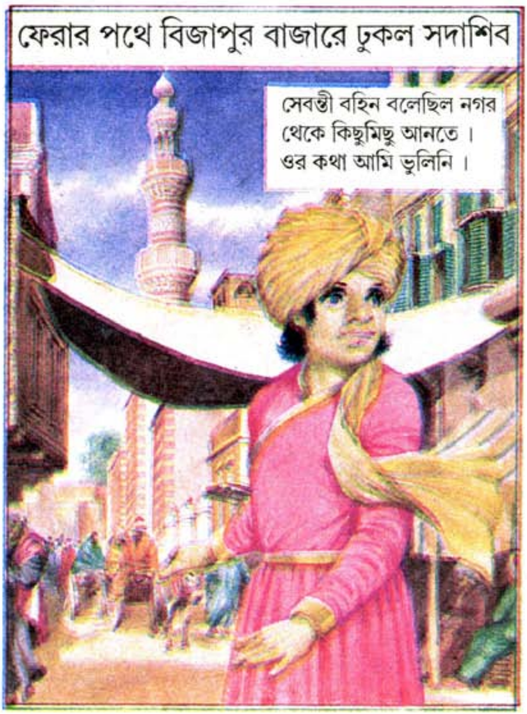

এই তো চাই। যার বুদ্ধি আর সাহস আছে সে পৃথিবী জয় করতে পারে। তোরাও পারবি
পথে বিপদে-আপদে কাজ দেবে...
বালিশের তলা থেকে এক মুঠো মোহর নিতে নিতে শাহজি সদাশিবকে বলেন—
এই নে, তোর রাস্তার খরচ...
আর এই নে আংটি। জিজাকে দিস!





সদাশিব বিদায় নিলে শাহজি ছলছল চোখে প্রার্থনা করেন ...

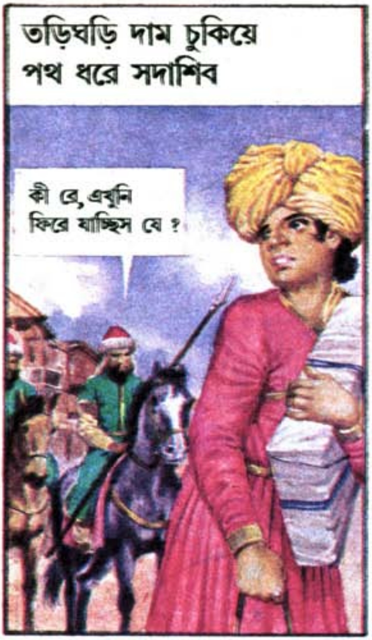






সেবন্তী বহিনের জন্য দামি জিনিস কিনব ; ট্যাঁকের মোহরগুলো নইলে আছে কী জন্যে ?
কিন্তু কেনা যায় কী ?
চুনরি শাড়ি ? রুপোর বালা ? নক্সাদার চুড়ি ? রুপোর হাঁসুলি ?
সেবন্তীর জন্য একগাদা জিনিস কিনে ফেলে সদাশিব
হঠাৎ ...
... মনে পড়ে আর-একজনের কথা...
কুঙ্কু...তার ছেলেবেলার সাথী


কুঙ্কুর জন্য কিছু একটা কিনলে হয় না ?
অবশ্য কিনলেও কুঙ্কুকে দেওয়া হবে না। আবার কবে কুঙ্কুর সঙ্গে দেখা হবে, কে জানে !
তবুও আমি কিনব। শাহজি যেমন জিজা-মার জন্য আংটি পাঠিয়েছেন —তেমনি একটা আংটি কিনব কুঙ্কুর জন্য।
যেই কথা সেই কাজ। জহুরির দোকানে গিয়ে একটা পছন্দসই আংটি কিনে ফেলে সদাশিব।
এমন সময়
আরে। সেই ছোঁড়াটা না ?
সদাশিব চমকে ফিরে দেখে...
সেই দুই বিজাপুরি ফৌজদার.... শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা।





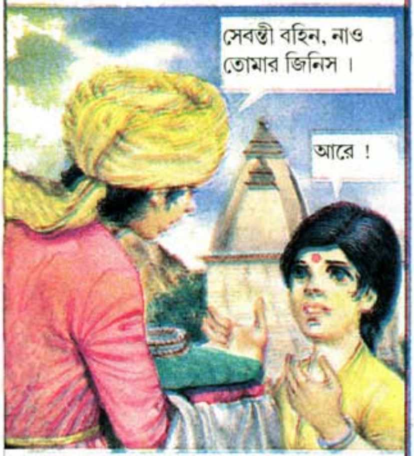




সদাশিব
ততক্ষণে
সিন্ধুঘোটকে
চড়ে হাওয়া !

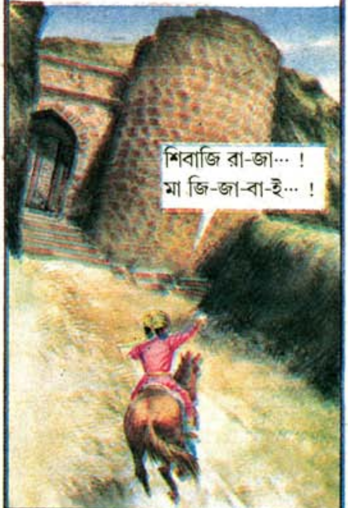


ফেরার পথে সেবন্তীদের গাঁয়ে পৌঁছে সেবন্তীর সঙ্গে দেখা করল সদাশিব



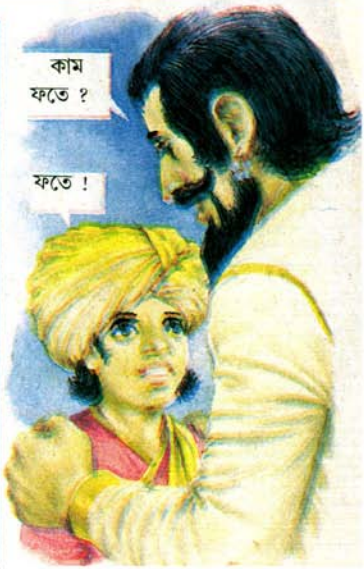
চুনরি শাড়ি আর চাঁদির গয়না পেয়ে সেবন্তী আহ্লাদে আটখানা !

দু দিন পরে...
ঘোড়া ছুটিয়ে তোর্না দুর্গে ঢুকে পড়ে সদাশিব



ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে আসে সদাশিব





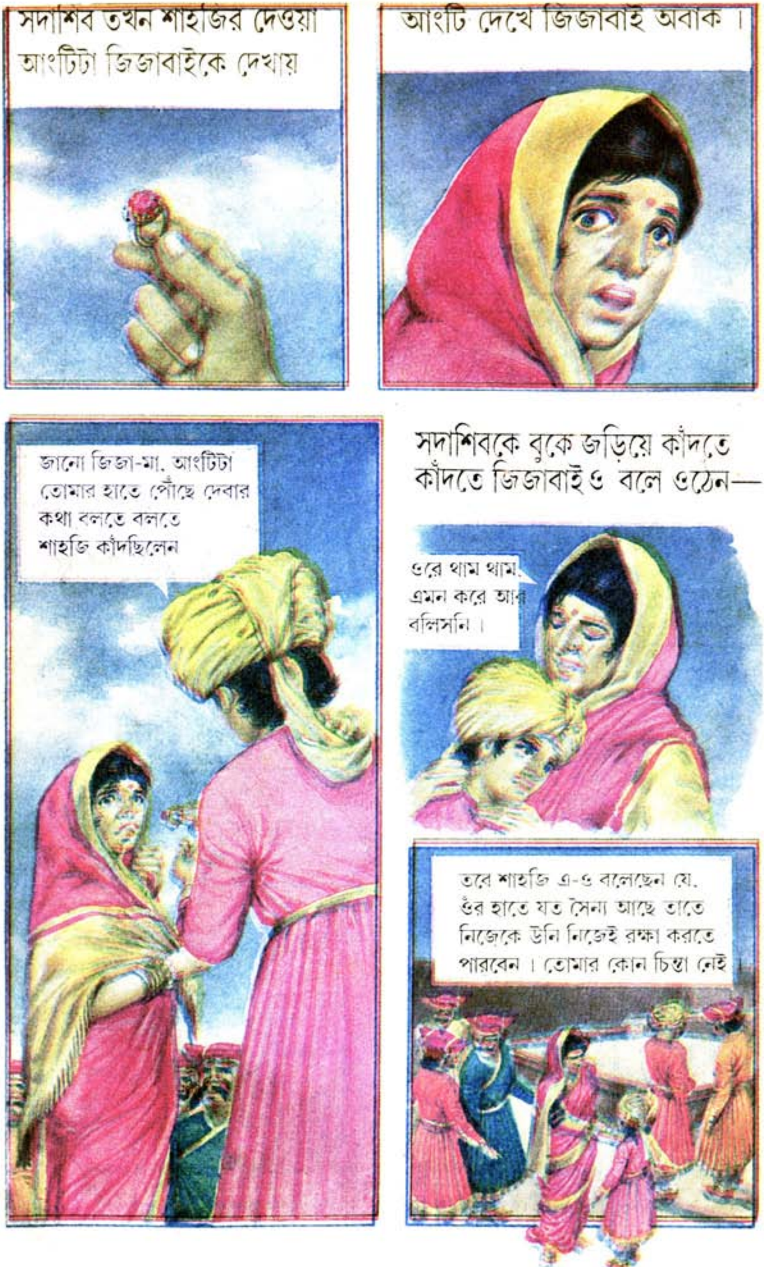


সকলে মিলে দুর্গে ফিরে গেলেন । ছাদের ওপর সভা বসল । সকলে চমৎকৃত হয়ে সদাশিবের ভ্রমণ কাহিনী শুনলেন । শাহজি ছেলেকে ধর্মরাজ্য স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন শুনে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন !



শাহজির কথা শুনে জিজা-মার চোখে জল আসে ।




সদাশিব তখন শাহজির দেওয়া আংটিটা জিজাবাইকে দেখায়
আংটি দেখে জিজাবাই অবাক।
জানো জিজা-মা, আংটিটা তোমার হাতে পৌঁছে দেবার কথা বলতে বলতে শাহজি কাঁদছিলেন
সদাশিবকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজাবাইও বলে ওঠেন—
ওরে থাম থাম, এমন করে আর বলিসনি।
তবে শাহজি এ-ও বলেছেন যে, ওঁর হাতে যত সৈন্য আছে তাতে নিজেকে উনি নিজেই রক্ষা করতে পারবেন। তোমার কোন চিন্তা নেই।





দুর্গের নিশান পত পত করে ওড়ে। সদাশিবের সম্মানে শিঙা বেজে ওঠে। সবার মুখে আজ একই কথা— **জয় সদাশিব!**

